যোহন লিখিত সুসমাচার।

ঈশ্বরের বাক্য—যীশুর মহত্ত্ব ও অবতার।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।
২ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ৩ ছিলেন। সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।
৪ তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ৫ ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিতেছে, আর অন্ধকার তাহা গ্রহণ* করিল না।
৬ এক জন মনুষ্য উপস্থিত হইলেন, তিনি ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম যোহন।
৭ তিনি সাক্ষ্যের জন্য আসিয়াছিলেন, যেন সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, যেন সকলে তাঁহার দ্বারা ৮ বিশ্বাস করে। তিনি সেই জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু আসিলেন, যেন সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।
৯ প্রকৃত জ্যোতি ছিলেন, যিনি সকল মনুষ্যকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে ১০ আসিতেছিলেন। তিনি জগতে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, আর জগৎ তাঁহাকে ১১ চিনিল না। তিনি নিজ অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ ১২ করিল না। কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা ১৩ দিলেন। তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত।
১৪ আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন*, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।
১৫ যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি, বলিয়াছি, যিনি আমার

* (বা) প্রতিরোধ। (বা) পরাজয়।

* (গ্রীক) মাংস হইলেন।

পশ্চাৎ আসিতেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে ছিলেন।

১৬ কারণ তাঁহার পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে পাইয়াছি, আর অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি ;

১৭ কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু-খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে।

১৮ ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই ; একজাত পুত্র,* যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই,— যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে ?'

২০ তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না ; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই

২১ খ্রীষ্ট নই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি এলিয় ? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী ?

২২ তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে ? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি

২৩ কি বলেন ? তিনি কহিলেন, আমি "প্রান্তরে এক জনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর," যেমন যিশাইয় ভাববাদী

২৪ বলিয়াছিলেন†। তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়া-

২৫ ছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ

২৬ করিতেছেন কেন ? যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি ; তোমাদের মধ্যে এক জন দাঁড়াইয়া আছেন, যাঁহাকে তোমরা জান না,

২৭ যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন ; আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন

২৮ খুলিবারও যোগ্য নহি। যর্দ্দনের পরপারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, সেইখানে এই সকল ঘটিল।

২৯ পরদিন তিনি যীশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার

৩০ লইয়া যান। উনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন, যিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে

৩১ ছিলেন। আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন

* (বা) একজাত ঈশ্বর।

† যিশা ৪০ ; ৩।

ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত হন, এই জন্য আমি আসিয়া জলে ৩২ বাপ্তাইজ করিতেছি। আর যোহন সাক্ষ্য দিলেন, কহিলেন, আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি; তিনি তাঁহার উপরে অবস্থিতি করিলেন। ৩৩ আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন। ৩৪ আর আমি দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

যীশুর প্রথম শিষ্যদের আহ্বান।

৩৫ পরদিন পুনরায় যোহন ও তাঁহার দুই জন শিষ্য দাঁড়াইয়া ছিলেন; ৩৬ আর যীশু বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের ৩৭ মেষশাবক। সেই দুই শিষ্য তাঁহার এই কথা শুনিয়া যীশুর পশ্চাৎ ৩৮ গমন করিলেন। তাহাতে যীশু ফিরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া বলিলেন, কিসের অন্বেষণ করিতেছ? তাঁহারা কহিলেন, রব্বি—অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ গুরু—আপনি কোথায় ৩৯ থাকেন? তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আইস, দেখিবে। অতএব তাঁহারা গিয়া, তিনি যেখানে থাকেন দেখিলেন; এবং সেই দিন তাঁহার কাছে থাকিলেন; তখন বেলা ৪০ অনুমান দশম ঘটিকা। যোহনের কথা শুনিয়া যে দুই জন যীশুর পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন শিমোন পিতরের ভ্রাতা ৪১ আন্দ্রিয়। তিনি প্রথমে [illegible] ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর তাঁহাকে বলেন, আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি—অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]। ৪২ তিনি তাঁহাকে যীশুর নিকটে আনিলেন। যীশু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি যোহনের পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফা বলা যাইবে,—অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পিতর [পাথর]।

৪৩ পরদিবস তিনি গালীলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, ও ফিলিপের দেখা পাইলেন। আর যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। ৪৪ ফিলিপ বৈৎসৈদার লোক, আন্দ্রিয় ও পিতর সেই নগরের লোক। ৪৫ ফিলিপ নথনেলের দেখা পাইলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, মোশি ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণ যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার দেখা পাইয়াছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, ৪৬ যোষেফের পুত্র। নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, নাসরৎ হইতে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন হইতে পারে? ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, আইস,

৪৭ দেখ। যীশু নথনেলকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বিষয়ে কহিলেন, ঐ দেখ এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার ৪৮ অন্তরে ছল নাই। নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কিসে আমাকে চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকিবার পূর্ব্বে যখন তুমি সেই ডুমুরগাছের তলে ছিলে, তখন ৪৯ তোমাকে দেখিয়াছিলাম। নথনেল তাঁহাকে উত্তর করিলেন, রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ৫০ ইস্রায়েলের রাজা। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি যে তোমাকে বলিলাম, সেই ডুমুরগাছের তলে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেই জন্য কি বিশ্বাস করিলে? এ সকল হইতেও মহৎ ৫১ মহৎ বিষয় দেখিবে। আর তিনি তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।*

যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

২ আর তৃতীয় দিবসে গালীলের কান্না নগরে এক বিবাহ হইল, এবং যীশুর মাতা সেখানে ছিলেন; ২ আর সেই বিবাহে যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ৩ পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিলেন, ৪ উহাদের দ্রাক্ষারস নাই। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, হে নারি, আমার সঙ্গে তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ৫ তাঁহার মাতা পরিচারকদিগকে কহিলেন, ইনি তোমাদিগকে যাহা ৬ কিছু বলেন, তাহাই কর। সেখানে যিহূদীদের শুচীকরণ রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা জালা বসান ছিল, তাহার এক একটাতে দুই তিন মণ ৭ করিয়া জল ধরিত। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালায় জল পূর। তাহারা সেগুলি কাণায় ৮ কাণায় পূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও। তাহারা লইয়া ৯ গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন সেই জল, যাহা দ্রাক্ষারস হইয়া গিয়াছিল, আস্বাদন করিলেন, আর তাহা কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিতেন না—কিন্তু যে পরিচারকেরা জল তুলিয়াছিল, তাহারা জানিত—তখন ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকিয়া ১০ কহিলেন, সকল লোকেই প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেষণ করে, এবং যথেষ্ট পান করা হইলে পর তাহা অপেক্ষা কিছু মন্দ পরিবেষণ করে; তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন ১১ পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। এইরূপে যীশু

* আদিপুস্তক ২৮; ১২।

গালীলের কান্নাতে এই প্রথম চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিলেন, নিজ মহিমা প্রকাশ করিলেন; আর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেন।

১২ পরে তিনি, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহার শিষ্যগণ কফরনাহূমে নামিয়া গেলেন, আর সেখানে বেশী দিন থাকিলেন না।

যীশু যীরূশালেমে যান।

১৩ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল, আর যীশু যিরূ-১৪ শালেমে গেলেন। পরে তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে দেখিলেন, লোকে গো, মেষ ও কপোত বিক্রয় করি-তেছে, এবং পোদ্দারেরা বসিয়া ১৫ আছে; তখন তৃণ দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করিয়া গো, মেষ সমস্তই ধর্ম্মধাম হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং পোদ্দারদের মুদ্রা ছড়াইয়া ও মেজ উল্টাইয়া ১৬ ফেলিলেন; আর যাহারা কপোত বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, এ স্থান হইতে এ সকল লইয়া যাও; আমার পিতার গৃহকে ১৭ বাণিজ্যের গৃহ করিও না। তাঁহার শিষ্যগণের মনে পড়িল যে, লেখা আছে, "তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করিবে।"*

১৮ তখন যিহূদীরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি আমাদিগকে কি চিহ্ন দেখাইতেছ যে এই সকল ১৯ করিতেছ? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন ২০ দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। তখন যিহূদিরা কহিল, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা ২১ উঠাইবে? কিন্তু তিনি আপন দেহ-রূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন,। ২২ অতএব যখন তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্য-দিগের মনে পড়িল যে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা শাস্ত্রে এবং যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করিলেন।

২৩ তিনি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যখন যিরূশালেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকে তাঁহার নামে ২৪ বিশ্বাস করিল। কিন্তু যীশু আপনি তাহাদের উপরে আপনার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি ২৫ সকলকে জানিতেন, এবং কেহ যে মনুষ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, ইহাতে তাঁহার প্রয়োজন ছিল না; কেননা মনুষ্যের অন্তরে কি আছে, তাহা তিনি আপনি জানিতেন।

নূতন জন্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

৩ ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নাম নীকদীম; তিনি ২ যিহূদীদের এক জন অধ্যক্ষ। তিনি

* গীত ৬৯ ; ৯।

রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু; কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী না থাকিলে এ সকল কেহ করিতে ৩ পারে না। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন* জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য ৪ দেখিতে পায় না। নীকদীম তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ব্ভে ৫ প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে? যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে ৬ পারে না; মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে ৭ যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন† জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে ৮ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না: আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক ৯ জন সেইরূপ। নীকদীম উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এ সকল কি ১০ প্রকারে হইতে পারে? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েলের গুরু, আর এ সকল ১১ বুঝিতেছ না? সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহা বলি, এবং যাহা দেখিয়াছি তাহার সাক্ষ্য দিই; আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর ১২ না। আমি পার্থিব বিষয়ের কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর, তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? ১৩ আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন†। ১৪ আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে ১৫ হইবে, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়।

১৬ কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন ১৭ পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা ১৮ পরিত্রাণ পায়। যে তাঁহাতে বিশ্বাস

* (বা) উপর হইতে।
† (বা) উপর হইতে।

† 'যিনি স্বর্গে থাকেন', অনেক অনুলিপিতে এই কথা পাওয়া যায় না।

করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে
১৯ নাই। আর সেই বিচার এই যে, জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং মনুষ্যেরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহা-
২০ দের কর্ম্ম সকল মন্দ ছিল। কারণ যে কেহ কদাচরণ, করে, সে জ্যোতি ঘৃণা করে, এবং জ্যোতির নিকটে আইসে না, পাছে তাহার কর্ম্ম সকলের
২১ দোষ ব্যক্ত হয়। কিন্তু যে সত্য সাধন করে, সে জ্যোতির নিকটে আইসে, যেন তাহার কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সাধিত বলিয়া সপ্রকাশ হয়।

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

২২ তৎপরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহূদীয়া দেশে আসিলেন, আর তিনি সেখানে তাঁহাদের সহিত থাকি-লেন, এবং বাপ্তাইজ করিতে লাগি-
২৩ লেন। আর যোহনও শালীমের নিকটবর্ত্তী ঐনোনে বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, কারণ সেই স্থানে
২৪ অনেক জল ছিল; আর লোকেরা আসিয়া বাপ্তাইজিত হইত, কারণ তখনও যোহন কারাগারে নিক্ষিপ্ত
২৫ হন নাই। তখন এক জন যিহূদীর সহিত শুচীকরণ বিষয়ে যোহনের
২৬ শিষ্যদের তর্ক হইল। পরে তাহারা যোহনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, রব্বি, যিনি যর্দ্দনের ওপারে আপনার সহিত ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়াছেন, দেখুন, তিনি বাপ্তাইজ করিতেছেন, এবং সকলে তাঁহার নিকটে
২৭ যাইতেছে। যোহন উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গ হইতে মনুষ্যকে যাহা দত্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সে আর কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না।
২৮ তোমরা আপনারাই আমার সাক্ষী যে, আমি বলিয়াছি, আমি সেই খ্রীষ্ট নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে প্রেরিত
২৯ হইয়াছি। যে ব্যক্তি কন্যাকে পাইয়াছে, সেই বর; কিন্তু বরের মিত্র যে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনে, সে বরের রবে অতিশয় আনন্দিত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ
৩০ পূর্ণ হইল। উঁহাকে বৃদ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে।

৩১ যিনি উপর হইতে আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান; যে পৃথিবী হইতে, সে পার্থিব, এবং পৃথিবীরই কথা কহে; যিনি স্বর্গ হইতে আইসেন, তিনি
৩২ সর্ব্বপ্রধান। তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছেন, আর তাঁহার সাক্ষ্য কেহ
৩৩ গ্রহণ করে না। যে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে, সে ইহাতে মুদ্রাঙ্ক
৩৪ দিয়াছে যে, ঈশ্বর সত্য। কারণ ঈশ্বর যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলেন; কারণ ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাণ-পূর্ব্বক দেন
৩৫ না। পিতা পুত্রকে প্রেম করেন,

এবং সমস্তই তাঁহার হস্তে দিয়াছেন। ৩৬ যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করে।

শমরীয়া নারীকে দত্ত যীশুর শিক্ষা ও তাহার ফল।

৪ প্রভু যখন জানিলেন যে, ফরীশীরা শুনিয়াছে, যীশু যোহন হইতে অধিক শিষ্য করেন এবং ২ বাপ্তাইজ করেন—কিন্তু যীশু নিজে বাপ্তাইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্য- ৩ গণই করিতেন—তখন তিনি যিহূদিয়া ত্যাগ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার ৪ গালীলে চলিয়া গেলেন। আর শমরীয়ার মধ্য দিয়া তাঁহাকে ৫ যাইতে হইল। তাহাতে তিনি শুখর নামক শমরিয়ার এক নগরের নিকটে গেলেন; যাকোব আপন পুত্র যোষেফকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই নগর তাহার নিকট- ৬ বর্ত্তী। আর সেই স্থানে যাকোবের কূপ ছিল। তখন যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি সেই কূপের পার্শ্বে বসিলেন। বেলা তখন অনুমান ৭ ষষ্ঠ ঘটিকা। শমরিয়ার একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিল। যীশু তাহাকে বলিলেন, আমাকে ৮ পান করিবার জল দেও। কেননা তাঁহার শিষ্যেরা খাদ্য ক্রয় করিতে ৯ নগরে গিয়াছিলেন। তাহাতে শমরীয় স্ত্রীলোকটী বলিল, আপনি যিহূদী হইয়া কেমন করিয়া আমার কাছে পান করিবার জল চাহিতেছেন? আমি ত শমরীয় স্ত্রীলোক। —কেননা শমরীয়দের সহিত যিহূদী- ১০ দের ব্যবহার নাই।—যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি যদি জানিতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলিতেছেন, 'আমাকে পান করিবার জল দেও', তবে তাঁহারই নিকটে তুমি যাচ্ঞা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল ১১ দিতেন। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, জল তুলিবার জন্য আপনার কাছে কিছুই নাই, কূপটীও গভীর; তবে সেই জীবন্ত জল কোথা হইতে ১২ পাইলেন? আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোব হইতে কি আপনি মহান্? তিনিই আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছেন, আর ইহার জল তিনি নিজে ও তাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন, তাঁহার পশুপালও পান করিত। ১৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে কেহ এই জল পান করে, তাহার আবার পিপাসা হইবে; ১৪ কিন্তু আমি যে জল দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না; বরং আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া ১৫ উঠিবে। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, সেই জল আমাকে দিউন.

যেন আমার পিপাসা না পায়, এবং জল তুলিবার জন্য এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে না হয়। ১৬ যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডাকিয়া ১৭ লইয়া আইস। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমার ১৮ স্বামী নাই। যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি ভালই বলিয়াছ যে, আমার স্বামী নাই ; কেননা তোমার পাঁচটী স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর এখন তোমার যে আছে, সে তোমার স্বামী নয় ; এ কথা সত্য বলিলে। ১৯ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আমি দেখিতেছি যে, আপনি ভাব- ২০ বাদী। আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা করিতেন, আর আপনারা বলিয়া থাকেন, যে স্থানে ভজনা করা উচিত, সে স্থানটী যিরূ- ২১ শালেমেই আছে। যীশু তাহাকে বলেন, হে নারি, আমার কথায় বিশ্বাস কর ; এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমরা না এই পর্ব্বতে, না যিরূশালেমে পিতার ভজনা করিবে। ২২ তোমরা যাহা জান না, তাহার ভজনা করিতেছ ; আমরা যাহা জানি, তাহার ভজনা করিতেছি, কারণ যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ। ২৩ কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে ; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই ২৪ অন্বেষণ করেন। ঈশ্বর আত্মা ; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজন ২৫ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, আমি জানি, মশীহ আসিতেছেন, যাঁহাকে খ্রীষ্ট বলে,—তিনি যখন আসিবেন তখন আমাদিগকে ২৬ সকলই জ্ঞাত করিবেন। যীশু তাহাকে বলিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি যে আমি, আমিই তিনি।

২৭ এই সময়ে তাঁহার শিষ্যগণ আসিলেন, এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন যে, তিনি স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছেন, তথাপি কেহ বলিলেন না, আপনি কি চাহেন ? কিম্বা, কি জন্য উহার সহিত কথা ২৮ কহিতেছেন ? তখন সে স্ত্রীলোকটী আপন কলশী ফেলিয়া রাখিয়া নগরে গেল, আর লোকদিগকে ২৯ কহিল, আইস একটী মানুষকে দেখ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি সকলই আমাকে বলিয়া দিলেন ; তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট ৩০ নহেন ? তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে ৩১ লাগিল। ইতিমধ্যে শিষ্যেরা তাঁহাকে বিনতি করিয়া কহিলেন, ৩২ রব্বি, আহার করুন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আহারের জন্য আমার এমন খাদ্য আছে, ৩৩ যাহা তোমরা জান না। অতএব শিষ্যেরা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,

কেহ কি ইহাঁকে খাদ্য আনিয়া ৩৪ দিয়াছে? যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য্য ৩৫ সাধন করি। তোমরা কি বল না, আর চারি মাস পরে শস্য কাটিবার সময় হইবে? দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ ৩৬ হইয়াছে। যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত জীবনের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে; যেন, যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে একত্র আনন্দ ৩৭ করে। কেননা এ স্থলে এই কথা সত্য, এক জন বুনে, আর এক জন ৩৮ কাটে। আমি তোমাদিগকে এমন শস্য কাটিতে প্রেরণ করিলাম, যাহার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নাই; অন্যেরা পরিশ্রম করিয়াছে, এবং তোমরা তাহাদের শ্রম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছ।

৩৯ সেই নগরের শমরীয়েরা অনেকে সেই স্ত্রীলোকটী যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি আমাকে সকলেই বলিয়া দিলেন, তাহার এই কথা প্রযুক্ত তাঁহাতে ৪০ বিশ্বাস করিল। অতএব সেই শমরীয়েরা যখন তাঁহার নিকটে আসিল, তখন তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদের কাছে অবস্থিতি করেন; তাহাতে তিনি দুই দিবস সেখানে অবস্থিতি করি- ৪১ লেন। তখন আরও অনেক লোক তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল; ৪২ আর তাহারা সেই স্ত্রীলোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি, সে আর তোমার কথা প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

৪৩ সেই দুই দিনের পর তিনি তথা হইতে গালীলে গমন করিলেন। ৪৪ কারণ যীশু আপনি এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, ভাববাদী নিজ ৪৫ দেশে সমাদর পান না। অতএব তিনি যখন গালীলে আসিলেন, তখন গালীলীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল, কারণ যিরূশালেমে পর্ব্বের সময়ে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাহারা দেখিয়াছিল; কেননা তাহারাও সেই পর্ব্বে গিয়াছিল।

যীশু এক জন রোগীকে সুস্থ করেন।

৪৬ পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না নগরে গেলেন, যেখানে জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন। আর, এক জন রাজপুরুষ ছিলেন, তাঁহার পুত্র কফরনাহূমে পীড়িত ৪৭ ছিল। যীশু যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিয়াছেন, শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং বিনতি

করিলেন, যেন তিনি গিয়া তাঁহার পুত্রকে সুস্থ করেন; কারণ সে
৪৮ মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, চিহ্ন এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না।
৪৯ সেই রাজপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, আমার ছেলেটী না মরিতে
৫০ মরিতে আইসুন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, যাও, তোমার পুত্র বাঁচিল। যীশু সেই ব্যক্তিকে যে কথা বলিলেন, তিনি তাহা বিশ্বাস
৫১ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দাসেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, আপনার বালকটী বাঁচিল।
৫২ তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঘটিকায় তাহার উপশম আরম্ভ হইয়াছিল? তাহারা তাঁহাকে বলিল, কল্য সপ্তম ঘটিকার সময়ে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।
৫৩ তাহাতে পিতা বুঝিলেন, যীশু সেই ঘটিকাতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র বাঁচিল; আর তিনি আপনি ও তাঁহার সমস্ত পরিবার
৫৪ বিশ্বাস করিলেন। যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিবার পর যীশু আবার এই দ্বিতীয় চিহ্ন-কার্য্য করিলেন।

যীশু আর এক জন রোগীকে সুস্থ করেন ও উপদেশ দেন।

৫ ইহার পরে যিহূদীদের একটী পর্ব্ব উপস্থিত হইল; আর যীশু যিরূ-
২ শালেমে গেলেন। যিরূশালেমে মেষ-দ্বারের নিকট একটী পুষ্করিণী আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটীর নাম বৈথেস্‌দা, তাহার পাঁচটী চাঁদনি
৩ ঘাট। সেই সকল ঘাটে বিস্তর রোগী, অন্ধ, খঞ্জ, ও শুষ্কাঙ্গ পড়িয়া
৪ থাকিত। [তাহারা জলসঞ্চলনের অপেক্ষায় থাকিত। কেননা বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পুষ্করিণীতে প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিতেন ও জল কম্পন করিতেন; সেই জলকম্পের পরে যে কেহ প্রথমে জলে নামিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে
৫ তাহা হইতে মুক্তি পাইত।*] আর সেখানে একটী লোক ছিল, সে
৬ আটত্রিশ বৎসরের রোগী। যীশু তাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায় রহিয়াছে জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ
৭ হইতে চাও? রোগী উত্তর করিল, মহাশয়, আমার এমন কোন লোক নাই যে, যখন জল কম্পিত হয়, তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়; আমি যাইতে যাইতে আর এক জন আমার আগে নামিয়া
৮ পড়ে। যীশু তাহাকে কহিলেন, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া
৯ চলিয়া বেড়াও। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি সুস্থ হইল, এবং আপনার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

* অনেক পুরাতন অনুলিপিতে ৪র্থ পদের কথাগুলি পাওয়া যায় না।

১০ সেই দিন বিশ্রামবার। অতএব যাহাকে সুস্থ করা হইয়াছিল, তাহাকে যিহূদীরা বলিল, আজ বিশ্রামবার. খাট বহন করা তোমার ১১ পক্ষে বিধেয় নয়। কিন্তু সে তাহাদিগকে উত্তর করিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও। ১২ তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যক্তি কে, যে তোমাকে বলিয়াছে, খাট তুলিয়া লইয়া ১৩ চলিয়া বেড়াও? কিন্তু যে সুস্থ হইয়াছিল, সে জানিত না, তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক লোক থাকাতে যীশু চলিয়া গিয়াছিলেন।

১৪ তার পরে যীশু ধর্ম্মধামে তাহার দেখা পাইলেন, আর তাহাকে বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার ১৫ আরও অধিক মন্দ ঘটে। সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল, ও যিহূদীদিগকে বলিল যে, যীশুই তাহাকে সুস্থ ১৬ করিয়াছেন। আর এই কারণ যিহূদীরা যীশুকে তাড়না করিতে লাগিল, কেননা তিনি বিশ্রামবারে ১৭ এই সকল করিতেছিলেন। কিন্তু যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন, আমিও করিতেছি। ১৮ এই কারণ যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল; কেননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন তাহা নয়, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, আপনাকে ঈশ্বরের সমান করিতেন।

১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই ২০ সকল তদ্রূপ করেন। কারণ পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলই তাঁহাকে দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন, যেন ২১ তোমরা আশ্চর্য্য মনে কর। কেননা পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠান ও জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাদিগকে ইচ্ছা, জীবন দান ২২ করেন। কারণ পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচার- ২৩ ভার পুত্রকে দিয়াছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে। পুত্রকে যে সমাদর করে না, সে পিতাকে সমাদর করে না, যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া- ২৪ ছেন। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া

২৫ গিয়াছে। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে, ২৬ তাহারা জীবিত হইবে। কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন। ২৭ আর তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি ২৮ মনুষ্যপুত্র। ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে ২৯ তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে।

৩০ আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না; যেমন শুনি তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা ৩১ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি। আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়। ৩২ আমার বিষয়ে আর এক জন সাক্ষ্য দিতেছেন; এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য দিতেছেন, সেই সাক্ষ্য সত্য। ৩৩ তোমরা যোহনের নিকটে লোক পাঠাইয়াছ, আর তিনি সত্যের ৩৪ পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু আমি যে সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তাহা মনুষ্য হইতে নয়; তথাপি আমি এ সকল কহিতেছি, যেন তোমরা পরিত্রাণ ৩৫ পাও। তিনি সেই জ্বলন্ত ও জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ ছিলেন, এবং তোমরা তাঁহার আলোতে কিছু কাল আনন্দ করিতে ইচ্ছুক হইয়া- ৩৬ ছিলে। কিন্তু যোহনের দত্ত সাক্ষ্য অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; কেননা পিতা আমাকে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে দিয়াছেন, যে সকল কার্য্য আমি করিতেছি, সেই সকল আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, পিতা ৩৭ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখনও শুন নাই, তাঁহার ৩৮ আকারও দেখ নাই। আর তাঁহার বাক্য তোমাদের অন্তরে অবস্থিতি করে না; কেননা তিনি যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা ৩৯ বিশ্বাস কর না। তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য ৪০ দেয়; আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে

৪১ ইচ্ছা কর না। আমি মনুষ্যদের
৪২ হইতে গৌরব গ্রহণ করি না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে জানি, তোমাদের অন্তরে ত ঈশ্বরের প্রেম নাই।
৪৩ আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তাহাকে তোমরা
৪৪ গ্রহণ করিবে। তোমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পার? তোমরা ত পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রহণ করিতেছ, এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে যে গৌরব আইসে,
৪৫ তাহার চেষ্টা কর না। মনে করিও না যে, আমি পিতার নিকটে তোমাদের উপরে দোষারোপ করিব; এক জন আছেন, যিনি তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন; তিনি মোশি, যাঁহার উপরে
৪৬ তোমরা প্রত্যাশা রাখিয়াছ। কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে
৪৭ তিনি লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিবে?

যীশুর আর দুইটী অলৌকিক কার্য্য ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ।

৬ ইহার পরে[১] যীশু গালীল-সাগরের, অর্থাৎ তিবিরিয়া-সাগরের,
২ অন্য পারে প্রস্থান করিলেন। আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, কেননা তিনি রোগীদের উপরে যে সকল চিহ্ন-কার্য্য করিতেন, সে সকল তাহারা
৩ দেখিত। আর যীশু পর্ব্বতে উঠিলেন, এবং সেখানে আপন
৪ শিষ্যদের সহিত বসিলেন। তখন নিস্তারপর্ব্ব, যিহূদীদের পর্ব্ব,
৫ সন্নিকট ছিল। আর যীশু চক্ষু তুলিয়া, বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়া, ফিলিপকে বলিলেন, উহাদের আহারার্থে আমরা কোথায় রুটী কিনিতে
৬ পাইব? এ কথা তিনি তাঁহার পরীক্ষার নিমিত্ত বলিলেন; কেননা কি করিবেন, তাহা তিনি আপনি
৭ জানিতেন। ফিলিপ তাঁহাকে উত্তর করিলেন, উহাদের জন্য দুই শত সিকির রুটীও এরূপ যথেষ্ট নয় যে, প্রত্যেক জন কিছু কিছু পাইতে
৮ পারে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন, শিমোন পিতরের ভ্রাতা
৯ আন্দ্রিয়, তাঁহাকে কহিলেন, এখানে একটী বালক আছে, তাহার কাছে যবের পাঁচখানা রুটী এবং দুইটী মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের
১০ মধ্যে তাহাতে কি হইবে? যীশু বলিলেন, লোকদিগকে বসাইয়া দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস ছিল। তাহাতে পুরুষেরা, সংখ্যায় অনুমান পাঁচ হাজার লোক, বসিয়া গেল।

[১] মথি ১৪; ১৩-৩৩। মার্ক ৬; ৩২-৫১। লূক ৯; ১০-১৭।

১১ তখন যীশু সেই রুটী কয়খানি লইলেন, ও ধন্যবাদ করিলেন, এবং যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ; সেইরূপে মাছ কয়টী হইতেও, তাহারা যত ইচ্ছা ১২ করিল, দিলেন। আর তাহারা তৃপ্ত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সকল সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না ১৩ হয়। তাহাতে তাঁহারা সংগ্রহ করিলেন, আর ঐ পাঁচখানা যবের রুটীর গুঁড়াগাঁড়ায় সেই লোকদের ভোজনের পর যাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতে বারো ডালা পূর্ণ করিলেন।
১৪ অতএব সেই লোকেরা তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য্য দেখিয়া বলিতে লাগিল, উনি সত্যই সেই ভাববাদী, যিনি ১৫ জগতে আসিতেছেন। তখন যীশু বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা আসিয়া রাজা করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, তাই আবার নিজে একাকী পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।

১৬ সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা ১৭ সমুদ্রতীরে নামিয়া গেলেন, এবং একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্র-পারে কফরনাহূমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সে সময় অন্ধকার হইয়াছিল, এবং যীশু তখনও তাঁহাদের নিকটে আইসেন ১৮ নাই। আর প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৯ এইরূপে দেড় বা দুই ক্রোশ বাহিয়া গেলে পর তাঁহারা যীশুকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতেছেন ; ইহাতে তাঁহারা ভয় ২০ পাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এ আমি, ভয় করিও না। ২১ তখন তাঁহারা তাঁহাকে নৌকাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ; আর তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন, নৌকা তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইল।

২২ পর দিন, যে জনসমূহ সমুদ্রের পরপারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, সেখানে একখানি বই আর নৌকা নাই, এবং যীশু শিষ্যদের সহিত সেই নৌকাতে উঠেন নাই, কেবল তাঁহার শিষ্যেরা প্রস্থান ২৩ করিয়াছিলেন।—কিন্তু তিবিরিয়া হইতে কয়েকখানি নৌকা, যেখানে প্রভু ধন্যবাদ করিলে লোকেরা রুটী খাইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে ২৪ আসিয়াছিল।—অতএব লোকেরা যখন দেখিল, যীশু সেখানে নাই, তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, তখন তাহারা সেই সকল নৌকায় চড়িয়া যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূমে ২৫ আসিল। আর সমুদ্রের পারে তাঁহাকে পাইয়া কহিল, রব্বি, আপনি এখানে কখন আসিয়াছেন ? ২৬ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা চিহ্ন-কার্য্য দেখিয়াছ বলিয়া আমার

অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই রুটী খাইয়াছিলে ও তৃপ্ত ২৭ হইয়াছিলে বলিয়া। নশ্বর ভক্ষ্যের নিমিত্ত শ্রম করিও না, কিন্তু সেই ভক্ষ্যের জন্য শ্রম কর, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত থাকে, যাহা মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে দিবেন, কেননা পিতা —ঈশ্বর—তাঁহাকেই মুদ্রাঙ্কিত ২৮ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা যেন ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারি, এ জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে? ২৯ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন। ৩০ তাহারা তাঁহাকে কহিল, ভাল, আপনি এমন কি চিহ্ন-কার্য্য করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিব? আপনি ৩১ কি কার্য্য করিতেছেন? আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিলেন, যেমন লেখা আছে, "তিনি ভোজনের জন্য তাহাদিগকে স্বর্গ ৩২ হইতে খাদ্য দিলেন।"* যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে সেই খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে ৩৩ প্রকৃত খাদ্য দেন। কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, ও জগৎকে জীবন ৩৪ দান করে। তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, প্রভু, চিরকাল সেই খাদ্য ৩৫ আমাদিগকে দিউন। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না, কখনও না। ৩৬ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, ৩৭ আর বিশ্বাস কর না। পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে; এবং যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া ৩৮ দিব না। কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য। ৩৯ আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত দিয়াছেন, তাহার কিছুই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে ৪০ যেন তাহা উঠাই। কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর আমিই তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।

৪১ অতএব যিহূদীরা তাঁহার বিষয়ে বচসা করিতে লাগিল, কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, আমিই সেই

* যাত্রা ১৬; ১৩, ১৪। গীত ৭৮; ২৪।

খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া
৪২ আসিয়াছে। তাহারা বলিল, এ
কি যোষেফের পুত্র সেই যীশু
নয়, যাহার পিতা মাতাকে আমরা
জানি? এখন এ কেমন করিয়া
বলে, আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া
৪৩ আসিয়াছি? যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
৪৪ পরস্পর বচসা করিও না। পিতা,
যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি
আকর্ষণ না করিলে কেহ আমার
কাছে আসিতে পারে না, আর
আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।
৪৫ ভাববাদিগণের গ্রন্থে লেখা
আছে, "তাহারা সকলে ঈশ্বরের
কাছে শিক্ষা পাইবে।"* যে কেহ
পিতার নিকটে শুনিয়া শিক্ষা
পাইয়াছে, সেই আমার কাছে
৪৬ আইসে। কেহ যে পিতাকে
দেখিয়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বর
হইতে আসিয়াছেন, কেবল তিনিই
৪৭ পিতাকে দেখিয়াছেন। সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে
বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন
৪৮ পাইয়াছে। আমিই জীবন-খাদ্য।
৪৯ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে
মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা
৫০ মরিয়া গিয়াছে। এ সেই খাদ্য, যাহা
স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, যেন
লোকে তাহা খায়, ও না মরে।
৫১ আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা
স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে।
কেহ যদি এই খাদ্য খায় তবে সে
অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর
আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার
মাংস, জগতের জীবনের জন্য।
৫২ অতএব যিহূদীরা পরস্পর বাগ্-
যুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, এ
ব্যক্তি কেমন করিয়া আমাদিগকে
ভোজনের জন্য আপনার মাংস
৫৩ দিতে পারে? যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি
মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার
রক্ত পান না কর, তোমাদিগেতে
৫৪ জীবন নাই। যে আমার মাংস
ভোজন ও আমার রক্ত পান করে,
সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং
আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।
৫৫ কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য,
এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়।
৫৬ যে আমার মাংস ভোজন ও আমার
রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে,
এবং আমি তাহাতে থাকি।
৫৭ যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা
হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপ
যে কেহ আমাকে ভোজন করে,
সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে।
৫৮ এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিয়াছে; পিতৃপুরুষেরা যেমন
খাইয়াছিল, এবং মরিয়াছিল, সেই-
রূপ নয়; এই খাদ্য যে ভোজন
করে, সে অনন্তকাল জীবিত
থাকিবে।

* যিশ ৫৪; ১৩।

৫৯ এই সকল কথা তিনি কফরনাহূমে উপদেশ দিবার সময়ে ৬০ সমাজ-গৃহে কহিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এ কথা শুনিয়া বলিল, এ কঠিন কথা, কে ৬১ ইহা শুনিতে পারে? কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচসা করিতেছে, যীশু তাহা অন্তরে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, এই কথায় ৬২ কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মে? তবে মনুষ্যপুত্র পূর্ব্বে যেখানে ছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁহাকে উঠিতে ৬৩ দেখিলে কি বলিবে? আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও ৬৪ জীবন; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আছে, যাহারা বিশ্বাস করে না। কেননা যীশু প্রথম হইতে জানিতেন, কে কে বিশ্বাস করে না, এবং কেই বা তাঁহাকে ৬৫ শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে। তিনি আরও কহিলেন, এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, যদি পিতা হইতে ক্ষমতা দত্ত না হয়, তবে কেহই আমার নিকটে আসিতে পারে না।

৬৬ ইহাতে তাঁহার অনেক শিষ্য পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর ৬৭ যাতায়াত করিল না। অতএব যীশু সেই বারো জনকে কহিলেন, তোমরাও কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা ৬৮ করিতেছ? শিমোন পিতর তাঁহাকে উত্তর করিলেন, প্রভু, কাহার কাছে যাইব? আপনার নিকটে অনন্ত ৬৯ জীবনের কথা আছে; আর আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত হইয়াছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই ৭০ পবিত্র ব্যক্তি। যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমরা এই যে বারো জন, আমি কি তোমাদিগকে মনোনীত করি নাই? আর তোমাদের মধ্যেও এক জন ৭১ দিয়াবল আছে। এই কথা তিনি ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার বিষয়ে কহিলেন, কারণ সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সে বারো জনের মধ্যে এক জন।

যিরূশালেমে দত্ত যীশুর উপদেশ।

৭ এই সকলের পরে যীশু গালীলে ভ্রমণ করিলেন, কেননা যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করায় তিনি যিহূদিয়াতে ভ্রমণ করিতে ২ ইচ্ছা করিলেন না। এক্ষণে যিহূদীদের কুটীরবাস পর্ব্ব সন্নিকট হইল। ৩ অতএব তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কহিল, এখান হইতে প্রস্থান কর, যিহূদিয়াতে চলিয়া যাও; যেন তুমি যাহা যাহা করিতেছ, তোমার সেই সকল কার্য্য তোমার শিষ্যেরাও ৪ দেখিতে পায়। কারণ এমন কেহ নাই যে, গোপনে কর্ম্ম করে, আর আপনি সপ্রকাশ হইতে চেষ্টা করে। তুমি যখন এই সকল কর্ম্ম করিতেছ, তখন আপনাকে জগতের কাছে

৫ প্রকাশ কর।—কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহাতে বিশ্বাস করিত ৬ না।—তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমার সময় এখনও আইসে নাই, কিন্তু তোমাদের সময় ৭ সর্ব্বদাই উপস্থিত। জগৎ তোমা-দিগকে ঘৃণা করিতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে, ৮ তাহার কর্ম্ম মন্দ। তোমরাই পর্ব্বে যাও; আমি এখনও এই পর্ব্বে যাইতেছি না, কেননা আমার সময় ৯ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা-দিগকে এই কথা বলিয়া তিনি ১০ গালীলে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ পর্ব্বে গেলে পর তিনিও গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক ১১ প্রকার গোপনে। তাহাতে যিহূদি-গণ পর্ব্বে তাঁহার অন্বেষণ করিল, আর কহিল, সেই ব্যক্তি কোথায়? ১২ আর সমাগত লোকেরা তাঁহার বিষয়ে ফুস্ ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, তিনি ভাল লোক; আর কেহ কেহ বলিল, তাহা নয়, বরং সে লোকসমূহকে ভুলাইতেছে। ১৩ কিন্তু যিহূদিগণের ভয়ে কেহ তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে কিছু বলিল না।

১৪ পর্ব্বের মধ্য সময়ে যীশু ধর্ম্মধামে গেলেন, এবং উপদেশ দিতে ১৫ লাগিলেন। তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে ১৬ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে ১৭ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার। যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে ১৮ বলি। যে আপনা হইতে বলে, সে আপনারই গৌরব চেষ্টা করে; কিন্তু যিনি আপন প্রেরণকর্ত্তার গৌরব চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী, আর ১৯ তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। মোশি তোমাদিগকে কি ব্যবস্থা দেন নাই? তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহই সেই ব্যবস্থা পালন করে না। কেন আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ? ২০ লোকসমূহ উত্তর করিল, তোমাকে ভূতে পাইয়াছে, কে তোমাকে বধ ২১ করিতে চেষ্টা করিতেছে? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি একটী কার্য্য করিয়াছি, আর সে জন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য্য ২২ বোধ করিতেছ। মোশি তোমা-দিগকে ত্বক্ছেদবিধি দিয়াছেন— তাহা যে মোশি হইতে হইয়াছে, এমন নয়, পিতৃপুরুষদের হইতে হইয়াছে—এবং তোমরা বিশ্রাম-বারে মনুষ্যের ত্বক্ছেদ করিয়া ২৩ থাক। মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘন যেন না হয়, তজ্জন্য যদি বিশ্রামবারে

মানুষে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হয়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটী মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থ করিয়াছি বলিয়া আমার উপরে কি ক্রোধ করিতেছ ?
২৪ দৃশ্য মতে বিচার করিও না, কিন্তু ন্যায্য বিচার কর।

২৫ তখন যিরূশালেম-নিবাসীদের মধ্যে কয়েক জন কহিল, এ কি সেই নহে যাহাকে তাঁহারা বধ
২৬ করিতে চেষ্টা করেন ? আর দেখ, এ প্রকাশ্যরূপে কথা কহিতেছে, আর তাঁহারা ইহাকে কিছুই বলেন না ; অধ্যক্ষগণ কি বাস্তবিক জানেন
২৭ যে, এ সেই খ্রীষ্ট ? যাহা হউক, এ কোথা হইতে আসিল, তাহা আমরা জানি ; খ্রীষ্ট যখন আইসেন, তখন তিনি কোথা হইতে আসিলেন,
২৮ তাহা কেহ জানে না। তখন যীশু ধর্ম্মধামে উপদেশ দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা ত আমাকে জান, এবং আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, তাহাও জান। আর আমি আপনা হইতে আসি নাই ; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
২৯ তিনি সত্যময় ; তোমরা তাঁহাকে জান না ; আমিই তাঁহাকে জানি, কেননা আমি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি, আর তিনিই আমাকে
৩০ প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, তথাপি কেহ তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিল না, কারণ তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত হয় নাই।
৩১ কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল, আর কহিল, খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন ইহাঁর কৃত কার্য্য অপেক্ষা তিনি কি অধিক চিহ্ন-কার্য্য করিবেন ?

৩২ ফরীশীরা তাঁহার বিষয়ে লোকদিগকে এই সকল কথা ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিতে শুনিল ; আর প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত কয়েক জন পদাতিককে পাঠাইয়া দিল।
৩৩ তাহাতে যীশু কহিলেন, আমি এখন অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে আছি, তার পর, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে যাইতেছি।
৩৪ তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না ; আর আমি যেখানে আছি, সেখানে
৩৫ তোমরা আসিতে পার না। তখন যিহূদীরা পরস্পর বলিতে লাগিল, এ কোথায় যাইবে যে, আমরা ইহাকে পাইতে পারিব না ? এ কি গ্রীকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লোকদের নিকটে যাইবে, ও গ্রীকদিগকে
৩৬ উপদেশ দিবে ? এ যে বলিল, 'আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না, এবং আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমরা আসিতে পার না', এ কি কথা ?
৩৭ শেষ দিন, পর্ব্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার

৩৮ কাছে আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত ৩৯ জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন; কারণ তখনও আত্মা দত্ত হন নাই, কেননা তখনও ৪০ যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই। সেই সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই ৪১ সেই ভাববাদী। আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ বলিল, কেমন? খ্রীষ্ট কি ৪২ গালীল হইতে আসিবেন? শাস্ত্রে কি বলে নাই, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশ হইতে, এবং দায়ূদ যেখানে ছিলেন, সেই বৈৎলেহম গ্রাম হইতে ৪৩ আসিবেন? এই প্রকারে তাঁহাকে লইয়া লোকসমূহের মধ্যে মতভেদ ৪৪ হইল। আর তাহাদের কতকগুলি লোক তাঁহাকে ধরিতে বাঞ্ছা করিতেছিল, তথাপি কেহ তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিল না।

৪৫ তখন পদাতিকেরা প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকটে আসিল। ইহারা তাহাদিগকে বলিল, তাহাকে ৪৬ আন নাই কেন? পদাতিকেরা উত্তর করিল, এ ব্যক্তি যেরূপ কথা বলেন, কোন মানুষে কখনও এরূপ ৪৭ কথা কহে নাই। ফরীশীরা তাহাদিগকে উত্তর করিল, তোমরাও কি ৪৮ ভ্রান্ত হইলে? অধ্যক্ষদের মধ্যে কিম্বা ফরীশীদের মধ্যে কি কেহ ৪৯ উহাতে বিশ্বাস করিয়াছেন? কিন্তু এই যে লোকসমূহ ব্যবস্থা জানে না, ৫০ ইহারা শাপগ্রস্ত। তখন নীকদীম—তাহাদের মধ্যে এক জন, যিনি পূর্ব্বে তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন—তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ৫১ অগ্রে মানুষের নিজের কথা না শুনিয়া, ও সে কি করে, না জানিয়া, আমাদের ব্যবস্থা কি কাহারও ৫২ বিচার করে? তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমিও কি গালীলের লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীল হইতে কোন ভাববাদীর উদয় হয় না।

৮ [পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে গেল, কিন্তু ২ যীশু জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। আর প্রত্যূষে তিনি পুনর্ব্বার ধর্ম্মধামে আসিলেন; এবং সমুদয় লোক তাঁহার নিকটে আসিল; আর তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ ৩ দিতে লাগিলেন। তখন অধ্যাপক ও ফরীশীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটী স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আনিল, ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে ৪ কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে, সেই ক্রিয়াতেই, ধরা ৫ পড়িয়াছে। ব্যবস্থায় মোশি এ প্রকার লোককে পাথর মারিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন; তবে ৬ আপনি কি বলেন? তাহারা তাঁহার

পরীক্ষাভাবেই এই কথা কহিল, যেন তাঁহার নামে দোষারোপ করিবার সূত্র পাইতে পারে। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে ৭ লিখিতে লাগিলেন। পরে তাহারা যখন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল তিনি মাথা তুলিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ৮ ইহাকে পাথর মারুক। পরে তিনি পুনর্ব্বার হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দিয়া ৯ ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। তখন তাহারা ইহা শুনিয়া, এবং আপন আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত হইয়া, একে একে বাহিরে গেল, প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্য্যন্ত গেল; তাহাতে কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকিলেন, আর সেই স্ত্রীলোকটী মধ্যস্থানে ১০ দাঁড়াইয়াছিল। তখন যীশু মাথা তুলিয়া, স্ত্রীলোকটী ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে কহিলেন, হে নারি, যাহারা তোমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারা কোথায়? কেহ কি ১১ তোমাকে দোষী করে নাই? সে কহিল, না প্রভু, কেহ করে নাই। তখন যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না; যাও, এখন অবধি আর পাপ করিও না]

১২ যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের ১৩ দীপ্তি পাইবে। তাহাতে ফরীশীরা তাঁহাকে কহিল, তুমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ; ১৪ তোমার সাক্ষ্য সত্য নহে। যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদিও আমি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিই, তথাপি আমার সাক্ষ্য সত্য; কারণ আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাইতেছি, তাহা জানি; কিন্তু আমি কোথা হইতে আসি, কোথায়ই বা যাইতেছি, তাহা তোমরা জান ১৫ না। তোমরা মাংস অনুসারে বিচার করিতেছ; আমি কাহারও ১৬ বিচার করি না। আর যদিও আমি বিচার করি, আমার বিচার সত্য, কেননা আমি একা নহি, কিন্তু আমি আছি, এবং পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠাইয়া- ১৭ ছেন। আর তোমাদের ব্যবস্থাতেও লিখিত আছে, দুই জনের ১৮ সাক্ষ্য সত্য*। আমি আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। ১৯ তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা আমাকেও জান না, আমার পিতাকেও জান

* দ্বি ১৭; ৬। ১৯; ১৫।

বিক্রয় করিয়া কেন দরিদ্রদিগকে
৬ দেওয়া গেল না? সে যে দরিদ্র লোকদের জন্য চিন্তা করিত বলিয়া এই কথা কহিল, তাহা নয়; কিন্তু কারণ এই, সে চোর, আর তাহার নিকটে টাকার থলী থাকাতে তাহার মধ্যে যাহা রাখা যাইত,
৭ তাহা হরণ করিত। তখন যীশু কহিলেন, আমার সমাধি-দিনের জন্য ইহাকে উহা রাখিতে দেও।
৮ কেননা তোমাদের কাছে দরিদ্রেরা সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমাকে সর্ব্বদা পাইতেছ না।

৯ যিহূদীদের সাধারণ লোকেরা জানিতে পারিল যে, তিনি সেই স্থানে আছেন; আর তাহারা কেবল যীশুর নিমিত্ত আসিল, তাহা নয়, কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছিলেন,
১০ তাঁহাকেও দেখিতে আসিল। কিন্তু প্রধান যাজকেরা মন্ত্রণা করিল, যেন লাসারকেও বধ করিতে
১১ পারে; কেননা তাঁহারই নিমিত্ত যিহূদীদের মধ্যে অনেকে গিয়া যীশুতে বিশ্বাস করিতে লাগিল।

১২ পরদিন পর্ব্বে আগত বিস্তর লোক, যিশু যিরূশালেমে আসিতে-
১৩ ছেন শুনিতে পাইয়া, খর্জ্জুর-পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইল, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,

হোশান্না; ধন্য তিনি, যিনি
প্রভুর নামে আসিতেছেন,
যিনি ইস্রায়েলের রাজা।*

১৪ তখন যীশু একটী গর্দ্দভশাবক পাইয়া তাহার উপরে বসিলেন, যেমন লেখা আছে,†
১৫ "অয়ি সিয়োন-কন্যে, ভয় করিও না, দেখ, তোমার রাজা আসিতেছেন, গর্দ্দভ-শাবকে চড়িয়া আসিতেছেন।"
১৬ তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝিলেন না, কিন্তু যীশু যখন মহিমান্বিত হইলেন, তখন তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, তাঁহার বিষয়ে এই সকল লিখিত ছিল, আর লোকেরা তাঁহার প্রতি এই সকল করিয়াছে।
১৭ তিনি যখন লাসারকে কবর হইতে আসিতে ডাকেন, এবং মৃতগণের মধ্য হইতে উঠান, তখন যে লোকসমূহ তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা
১৮ সাক্ষ্য দিতে লাগিল। আর এই কারণ লোকসমূহ গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কেননা তাহারা শুনিয়াছিল যে, তিনি সেই
১৯ চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছেন। তখন ফরীশীরা পরস্পর বলিতে লাগিল, তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল; দেখ, জগৎসংসার উহার পশ্চাদগামী হইয়াছে।

২০ যাহারা ভজনা করিবার জন্য পর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে
২১ কয়েক জন গ্রীক ছিল; ইহারা গালীলের বৈৎসৈদা নিবাসী ফিলিপের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে

* গীত ১১৮; ২৫, ২৬। † সখ ৯; ৯।

আর রোমীয়েরা আসিয়া আমাদের স্থান ও জাতি উভয়ই কাড়িয়া ৪৯ লইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন, কায়াফা, সেই বৎসরের মহাযাজক, তাহাদিগকে কহিলেন, ৫০ তোমরা কিছুই বুঝ না, আর বিবেচনাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটী ভাল, যেন প্রজাগণের জন্য এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত ৫১ জাতি বিনষ্ট না হয়। এই কথা যে তিনি আপনা হইতে বলিলেন, তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন যে, সেই জাতির ৫২ জন্য যীশু মরিবেন। আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল সন্তান ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, সেই সকলকে যেন একত্র করিয়া এক করেন, এই জন্য। ৫৩ অতএব সেই দিন অবধি তাহারা তাঁহাকে বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে ৫৪ লাগিল। তাহাতে যীশু আর প্রকাশ্যরূপে যিহূদীদের মধ্যে যাতায়াত করিলেন না কিন্তু তথা হইতে প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী জনপদে ইফ্রয়িম নামক নগরে গেলেন, আর সেখানে শিষ্যদের সহিত অবস্থিতি করিলেন।

যীশু নিস্তারপর্ব্বে যিরূশালেমে যান ও উপদেশ দেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল, এবং অনেক লোক আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্য নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে জনপদ হইতে ৫৬ যিরূশালেমে গেল। তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিতে লাগিল, এবং ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া পরস্পর কহিল, তোমাদের কেমন বোধ হয়? তিনি ৫৭ কি পর্ব্বে আসিবেন না? আর প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা আজ্ঞা করিয়াছিল যে, তিনি কোথায় আছেন, তাহা যদি কেহ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক; যেন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারে।

১২ পরে নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু বৈথনিয়াতে আসিলেন; সেখানে সেই লাসার ছিলেন, যাঁহাকে যীশু মৃতগণের মধ্য হইতে ২ উঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সেই স্থানে তাঁহার নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত করা হইল, ও মার্থা পরিচর্য্যা করিলেন, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, লাসার তাহাদের মধ্যে এক জন ছিলেন। ৩ তখন মরিয়ম অর্দ্ধ সের বহুমূল্য জটামাংসীর আতর আনিয়া যীশুর চরণে মাখাইয়া দিলেন, এবং আপন কেশ দ্বারা তাঁহার চরণ মুছাইয়া দিলেন; তাহাতে আতরের ৪ সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন, যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, সে কহিল, ৫ এই আতর তিন শত সিকিতে

নিকটে রোদন করিতে যাইতেছেন। ৩২ যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম যখন সেখানে আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, আমার ৩৩ ভাই মরিত না। যীশু যখন দেখিলেন, তিনি রোদন করিতেছেন, ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে যিহূদীরা আসিয়াছিল, তাহারাও রোদন করিতেছে, তখন আত্মাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, ও উদ্বিগ্ন হইলেন, আর কহিলেন, তাহাকে কোথায় ৩৪ রাখিয়াছ? তাঁহারা কহিলেন, ৩৫ প্রভু, আসিয়া দেখুন। যীশু ৩৬ কাঁদিলেন। তাহাতে যিহূদীরা কহিল, দেখ, ইনি তাঁহাকে কেমন ৩৭ ভাল বাসিতেন। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ বলিল, এই যে ব্যক্তি অন্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, ইনি কি উহার মৃত্যুও নিবারণ করিতে ৩৮ পারিতেন না? তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে উত্তেজিত হইয়া কবরের নিকটে আসিলেন। সেই কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার উপরে একখান পাথর ছিল। ৩৯ যীশু বলিলেন, তোমরা পাথরখান সরাইয়া ফেল। মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, এখন উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ ৪০ চারি দিন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা পাথরখান সরাইয়া ফেলিল। ৪১ পরে যীশু উপরের দিকে চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা ৪২ শুনিয়াছ। আর আমি জানিতাম, তুমি সর্ব্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক; কিন্তু এই যে সকল লোক চারি দিকে দাঁড়াইয়া আছে ইহাদের নিমিত্তে এই কথা কহিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই ৪৩ আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস। ৪৪ তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন; তাঁহার চরণ ও হস্ত কবর-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দেও, ও যাইতে দেও।

৪৫ তখন যিহূদীদের অনেকে, যাহারা মরিয়মের নিকট আসিয়াছিল, এবং যীশু যাহা করিলেন, দেখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। ৪৬ কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফরীশীদের নিকটে গেল, এবং যীশু যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বলিল। ৪৭ অতএব প্রধান যাজকগণ ও ফরীশীরা সভা করিয়া বলিতে লাগিল আমরা কি করি? এ ব্যক্তি ত অনেক ৪৮ চিহ্ন-কার্য্য করিতেছে। আমরা যদি ইহাকে এইরূপ চলিতে দিই, তবে সকলে ইহাতে বিশ্বাস করিবে;

আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে
১২ জাগাইতে যাইতেছি। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, সে যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষা
১৩ পাইবে। যীশু তাঁহার মৃত্যুর বিষয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, তিনি নিদ্রাঘটিত
১৪ বিশ্রামের কথা বলিতেছেন। অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে
১৫ কহিলেন, লাসার মরিয়াছে; আর তোমাদের নিমিত্ত আনন্দ করিতেছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস কর; তথাপি চল,
১৬ আমরা তাহার কাছে যাই। তখন থোমা, যাঁহাকে দিদুমঃ [যমজ] বলে, তিনি সহ-শিষ্যদিগকে কহিলেন, চল, আমরাও যাই, যেন ইহাঁর সঙ্গে মরি।

১৭ যীশু আসিয়া শুনিতে পাইলেন, লাসার তখন চারি দিন কবরে
১৮ আছেন। বৈথনিয়া যিরূশালেমের সন্নিকট, কমবেশ এক ক্রোশ দূর;
১৯ আর যিহূদীদের অনেকে মার্থা ও মরিয়মের নিকটে আসিয়াছিল, যেন তাঁহাদের ভ্রাতার বিষয়ে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে।
২০ যখন মার্থা শুনিলেন, যীশু আসিতেছেন, তিনি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মরিয়ম গৃহে বসিয়া রহিলেন।
২১ মার্থা যীশুকে কহিলেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, আ
২২ আমার ভাই মরিত না। আর এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যে কিছু যাচ্ঞা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে
২৩ দিবেন। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার ভাই আবার উঠিবে।
২৪ মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে
২৫ উঠিবে। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও
২৬ জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না; ইহা
২৭ কি বিশ্বাস কর? তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করিয়াছি যে, জগতে যাঁহার আগমন হইবে, আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।
২৮ ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আর আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকিতেছেন।
২৯ তিনি ইহা শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া
৩০ তাঁহার নিকটে গেলেন। যীশু তখনও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই; যেখানে মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই
৩১ ছিলেন। তখন যে যিহূদীরা মরিয়মের সঙ্গে গৃহমধ্যে ছিল ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, মনে করিল, তিনি কবরের

৩৬ তবে যাঁহাকে পিতা পবিত্র করিলেন ও জগতে প্রেরণ করিলেন, তোমরা কি তাঁহাকে বল যে, তুমি ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছ, কেননা আমি বলিলাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র? ৩৭ আমার পিতার কার্য্য যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করিও ৩৮ না। কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করিলেও, সেই কার্য্যে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি ৩৯ পিতাতে আছি। তাহারা আবার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৪০ পরে তিনি আবার যর্দ্দনের পরপারে, যেখানে যোহন প্রথমে বাপ্তাইজ করিতেন, সেই স্থানে গেলেন; আর তথায় রহিলেন। ৪১ তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে আসিল, এবং বলিল, যোহন কোন চিহ্ন-কার্য্য করেন নাই, কিন্তু এই ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে সকলই ৪২ সত্য। আর সেখানে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

যীশু মৃত লাসারকে জীবন দেন।

১১ বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন, তাঁহার নাম লাসার; তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী ২ মার্থার গ্রামের লোক। ইনি সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া দেন, এবং আপন কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দেন; তাঁহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত ৩ ছিলেন। অতএব ভগিনীরা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু, দেখুন, আপনি যাহাকে ভাল বাসেন তাহার পীড়া হইয়াছে। যীশু ৪ শুনিয়া কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর জন্য হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবের নিমিত্ত, যেন ঈশ্বরের পুত্র ইহা দ্বারা গৌরবান্বিত হন। ৫ যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন। ৬ যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার পীড়া হইয়াছে, তখন যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আর ৭ দুই দিবস রহিলেন। ইহার পরে তিনি শিষ্যগণকে কহিলেন, আইস, আমরা আবার যিহূদিয়াতে ৮ যাই। শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, এই ত যিহূদীরা আপনাকে পাথর মারিবার চেষ্টা করিতেছিল, তবু আপনি আবার সেখানে ৯ যাইতেছেন? যীশু উত্তর করিলেন, দিনে কি বারো ঘণ্টা নাই? যদি কেহ দিনে চলে, সে উছোট খায় না, কেননা সে এই জগতের দীপ্তি ১০ দেখে। কিন্তু যদি কেহ রাত্রিতে চলে, সে উছোট খায়, কেননা দীপ্তি তাহার মধ্যে নাই।

১১ তিনি এই কথা কহিলেন; আর ইহার পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন,

১৮ কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে ; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে ; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি।

১৯ এই সকল বাক্য হেতু যিহূদীদের মধ্যে পুনরায় মতভেদ হইল।
২০ তাহাদের মধ্যে অনেকে কহিল, এ ভূতগ্রস্ত ও পাগল, ইহার কথা কেন
২১ শুনিতেছ? অন্যেরা বলিল, এ সকল ত ভূতগ্রস্ত লোকের কথা নয় ; ভূত কি অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া দিতে পারে?

নিজ ক্ষমতার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা।

২২ সেই সময়ে যিরূশালেমে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপস্থিত হইল ; তখন
২৩ শীতকাল ; আর যীশু ধর্ম্মধামে শালোমনের বারাণ্ডায় বেড়াইতে-
২৪ ছিলেন। তাহাতে যিহূদীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বলিতে লাগিল, আর কত কাল আমাদের প্রাণ দোলায়মান রাখিতেছ? তুমি যদি খ্রীষ্ট হও,
২৫ স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বল। যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর না ; আমি যে সকল কার্য্য আমার পিতার নামে করিতেছি, সেই সমস্ত
২৬ আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা আমার মেষদের মধ্যে নহ।
২৭ আমার মেষেরা আমার রব শুনে, আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্গমন করে ;
২৮ আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না।
২৯ আমার পিতা, যিনি তাহাদের আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্* ; এবং কেহই পিতার হস্ত হইতে কিছুই কাড়িয়া লইতে
৩০ পারে না। আমি ও পিতা, আমরা
৩১ এক। যিহূদীরা আবার তাঁহাকে
৩২ মারিবার জন্য পাথর তুলিল। যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, পিতা হইতে তোমাদিগকে অনেক উত্তম কার্য্য দেখাইয়াছি, তাহার কোন্ কার্য্য প্রযুক্ত আমাকে পাথর মার?
৩৩ যিহূদীরা তাঁহাকে এই উত্তর দিল, উত্তম কার্য্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু ঈশ্বর-নিন্দার জন্য, কারণ তুমি মানুষ হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতেছ, এই জন্য।
৩৪ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমাদের ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই, "আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর"।†
৩৫ যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি যদি তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিলেন—আর শাস্ত্রের খণ্ডন ত হইতে পারে না—

---

* (বা) আমার পিতা যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ।　† গীত ৮২ ; ৬।

তোমরা বলিয়া থাক, আমরা দেখিতেছি ; তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

১০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ দ্বার দিয়া মেষদের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক্ দিয়া উঠে ২ সে চোর ও দস্যু। কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সে মেষদের ৩ পালক। তাহাকেই দ্বারী দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং মেষেরা তাহার রব শুনে ; আর সে নাম ধরিয়া তাহার নিজের মেষদিগকে ডাকে, ৪ ও বাহিরে লইয়া যায়। যখন সে নিজের সকলগুলিকে বাহির করে, তখন তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করে ; আর মেষেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কারণ তাহারা তাহার ৫ রব জানে। কিন্তু তাহারা কোন মতে অপর লোকের পশ্চাৎ যাইবে না, বরং তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে ; কারণ অপর লোকদের রব তাহারা জানে না। ৬ এই দৃষ্টান্তটী যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যে কি বলিলেন, তাহা তাহারা বুঝিল না।

৭ অতএব যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমিই ৮ মেষদিগের দ্বার। যাহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাহাদের ৯ রব শুনে নাই। আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরাণী ১০ পাইবে। চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে ; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা ১১ জীবন পায় ও উপচয় পায়। আমিই উত্তম মেষপালক ; উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ ১২ করে। যে বেতনজীবী, মেষপালক নয়, মেষ সকল যাহার নিজের নয়, সে কেন্দুয়া আসিতে দেখিলে মেষগুলি ফেলিয়া পলায়ন করে ; তাহাতে কেন্দুয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়, ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ১৩ ফেলে ; সে পলায়ন করে, কারণ সে বেতনজীবী, মেষদিগের জন্য চিন্তা ১৪ করে না। আমিই উত্তম মেষপালক ; আমার নিজের সকলকে আমি জানি, এবং আমার নিজের সকলে ১৫ আমাকে জানে, যেমন পিতা আমাকে জানেন, ও আমি পিতাকে জানি ; এবং মেষদিগের জন্য আমি ১৬ আপন প্রাণ সমর্পণ করি। আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয় ; তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক ১৭ পাল, ও এক পালক হইবে। পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি।

কারণ তাহার পিতামাতা কহিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।
২৪ অতএব যে অন্ধ ছিল, তাহারা দ্বিতীয় বার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; আমরা জানি যে, সেই ব্যক্তি
২৫ পাপী। সে উত্তর করিল, তিনি পাপী কি না, তাহা জানি না; একটী বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি।
২৬ তাহারা তাহাকে বলিল, সে তোমার প্রতি কি করিয়াছিল? কি প্রকারে
২৭ তোমার চক্ষু খুলিয়া দিল? সে উত্তর করিল, এক বার আপনাদিগকে বলিয়াছি, আপনারা শুনেন নাই; তবে আবার শুনিতে চাহেন কেন? আপনারাও কি তাঁহার
২৮ শিষ্য হইতে চাহেন? তখন তাহারা তাহাকে গালি দিয়া বলিল, তুই সেই ব্যক্তির শিষ্য; আমরা মোশির
২৯ শিষ্য। আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু এ কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি
৩০ না। সেই ব্যক্তি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, ইহার মধ্যে ত আশ্চর্য্য এই যে, তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাহা আপনারা জানেন না, তথাপি তিনি আমার
৩১ চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের কথা শুনেন না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বর-ভক্ত হয়, আর তাঁহার ইচ্ছা পালন করে, তিনি তাহারই কথা শুনেন
৩২ কখনও শুনা যায় নাই যে, কেহ জন্মান্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।
৩৩ তিনি যদি ঈশ্বর হইতে না আসিতেন, তবে কিছুই করিতে পারিতেন না।
৩৪ তাহারা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিল, তুই একেবারে পাপেই জন্মিয়াছিস্, আর তুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস্? পরে তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিল।
৩৫ যীশু শুনিলেন যে, তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে; আর তিনি তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে*
৩৬ বিশ্বাস করিতেছ? সে উত্তর করিয়া কহিল, প্রভু, তিনি কে? আমি যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি।
৩৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ; আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।
৩৮ সে কহিল, বিশ্বাস করিতেছি, প্রভু; আর সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।
৩৯ তখন যীশু বলিলেন, বিচারের জন্য আমি এ জগতে আসিয়াছি, যেন যাহারা দেখে না, তাহারা দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে,
৪০ তাহারা যেন অন্ধ হয়। ফরীশীদের মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা এই সকল কথা শুনিল, আর তাঁহাকে কহিল, আমরাও
৪১ কি অন্ধ না কি? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ হইতে, তোমাদের পাপ থাকিত না; কিন্তু এখন

* (বা) মনুষ্যপুত্রে।

সে গিয়া ধুইয়া ফেলিল, এবং দেখিতে দেখিতে আসিল।

৮ তখন প্রতিবাসীরা, এবং যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিল যে, সে ভিক্ষা করিত, তাহারা বলিতে লাগিল, এ কি সেই নয়, যে ৯ বসিয়া ভিক্ষা চাহিত? কেহ কেহ বলিল, সেই বটে; আর কেহ কেহ বলিল, না, কিন্তু তাহারই মত; সে ১০ বলিল, আমি সেই। তখন তাহারা তাহাকে বলিল, তবে কি প্রকারে ১১ তোমার চক্ষু খুলিয়া গেল? সে উত্তর করিল, যীশু নামে সেই ব্যক্তি কাদা করিয়া আমার চক্ষুতে লেপন করিলেন, আর আমাকে বলিলেন, শীলোহে যাও, ধুইয়া ফেল; তাহাতে আমি গিয়া ধুইয়া ফেলিলে ১২ দৃষ্টি পাইলাম। তাহারা তাহাকে কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? সে বলিল, তাহা জানি না।

১৩ পূর্ব্বে যে অন্ধ ছিল, তাহাকে তাহারা ফরীশীদের নিকটে লইয়া ১৪ গেল। যে দিন যীশু কাদা করিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া দেন, সেই দিন ১৫ বিশ্রামবার। এই জন্য আবার ফরীশীরাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিরূপে দৃষ্টি পাইলে? সে তাহাদিগকে কহিল, তিনি আমার চক্ষের উপরে কাদা দিলেন, পরে আমি ধুইয়া ফেলিলাম, ১৬ আর দেখিতে পাইতেছি। তখন কয়েক জন ফরীশী বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে আইসে নাই, কেননা সে বিশ্রামবার পালন করে না। আর কেহ কেহ বলিল, যে ব্যক্তি পাপী, সে কি প্রকারে এমন সকল চিহ্ন-কার্য্য করিতে পারে? এইরূপে তাহাদের মধ্যে মতভেদ হইল। ১৭ পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, তুমি তাহার বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমারই চক্ষু ১৮ খুলিয়া দিয়াছে। সে কহিল, তিনি ভাববাদী। যিহূদীরা তাহার বিষয়ে বিশ্বাস করিল না যে, সে অন্ধ ছিল আর দৃষ্টি পাইয়াছে, এই জন্য তাহারা ঐ দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পিতামাতাকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে ১৯ জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তোমাদের পুত্র, যাহার বিষয়ে তোমরা বলিয়া থাক, এ অন্ধই জন্মিয়াছিল? তবে এখন কি প্রকারে দেখিতে ২০ পাইতেছে? তাহার পিতামাতা উত্তর করিয়া কহিল, আমরা জানি, এ আমাদের পুত্র, এবং অন্ধই ২১ জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন কি প্রকারে দেখিতে পাইতেছে, তাহা জানি না, এবং কেই বা ইহার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, তাহাও আমরা জানি না; ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, আপনার কথা আপনি ২২ বলিবে। তাহার পিতামাতা যিহূদীদিগকে ভয় করিত, সেই জন্য ইহা কহিল; কেননা যিহূদীরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল, কেহ যদি তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলিয়া স্বীকার করে, তাহা ২৩ হইলে সে সমাজচ্যুত হইবে; এই

৫২ যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, এখন জানিলাম, তুমি ভূতগ্রস্ত ; অব্রাহাম ও ভাববাদিগণ মরিয়া গিয়াছেন ; আর তুমি বলিতেছ, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না। ৫৩ তুমি কি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম অপেক্ষা বড় ? তিনি ত মরিয়াছেন, এবং ভাববাদিগণও মরিয়াছেন ; তুমি আপনার বিষয়ে ৫৪ কি বল ? যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত করি ; তবে আমার গৌরব কিছুই নয় ; আমার পিতাই আমাকে গৌরবান্বিত করিতেছেন, যাঁহার বিষয় তোমরা বলিয়া থাক যে, তিনি ৫৫ তোমাদের ঈশ্বর ; আর তোমরা তাঁহাকে জান নাই ; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি ; আর আমি যদি বলি যে, তাঁহাকে জানি না, তবে তোমাদেরই ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব ; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, এবং ৫৬ তাঁহার বাক্য পালন করি। তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখিবার আশায় উল্লাসিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহা দেখিলেন ও আনন্দ করিলেন। ৫৭ তখন যিহূদীরা তাঁহাকে কহিল, তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই. তুমি কি অব্রাহামকে ৫৮ দেখিয়াছ ? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য; সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি। ৫৯ তখন তাহারা তাঁহার উপর ছুড়িয়া মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল, যীশু কিন্তু অন্তর্হিত হইলেন, ও ধর্ম্ম ধাম হইতে বাহিরে গেলেন।

যীশু এক জন জন্মান্ধকে চক্ষু দেন।
উত্তম মেষপালকের দৃষ্টান্ত।

৯ আর তিনি যাইতে যাইতে একটী লোককে দেখিতে পাইলেন, সে ২ জন্মাবধি অন্ধ। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রব্বি, কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি, না ইহার পিতামাতা, যাহাতে এ ৩ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে ? যীশু উত্তর করলেন, পাপ এ করিয়াছে, কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা নয় ; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কার্য্য যেন প্রকাশিত হয়, তাই ৪ এমন হইয়াছে। যতক্ষণ দিনমান ততক্ষণ যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে ; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না। ৫ আমি যখন জগতে আছি, তখন ৬ জগতের জ্যোতি রহিয়াছি। এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই থুথু দিয়া কাদা করিলেন ; পরে ঐ ব্যক্তির চক্ষুতে সেই কাদা লেপন করিলেন ও তাহাকে ৭ কহিলেন, শীলোহ সরোবরে যাও, ধুইয়া ফেল ; অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ 'প্রেরিত'। তখন

পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস।
৩৫ আর দাস বাটীতে চিরকাল থাকে
৩৬ না ; পুত্র চিরকাল থাকেন। অতএব
পুত্র যদি তোমদিগকে স্বাধীন
করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে
৩৭ স্বাধীন হইবে। আমি জানি, তোমরা
অব্রাহামের বংশ ; কিন্তু আমাকে
বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ, কারণ
আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে
৩৮ স্থান পায় না। আমার পিতার
কাছে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি,
তাহাই বলিতেছি ; আর তোমাদের
পিতার কাছে তোমরা যাহা যাহা
৩৯ শুনিয়াছ, তাহাই করিতেছ। তাহারা
উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিল, আমা-
দের পিতা অব্রাহাম। যীশু তাহা-
দিগকে বলিলেন, তোমরা যদি
অব্রাহামের সন্তান হইতে, তবে
৪০ অব্রাহামের কর্ম্ম করিতে। কিন্তু
ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমা-
দিগকে জানাইয়াছি যে আমি,
আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করি-
তেছ ; অব্রাহাম এরূপ করেন নাই।
৪১ তোমাদের পিতার কার্য্য তোমরা
করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল,
আমরা ব্যভিচারজাত নহি ; আমা-
দের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি
৪২ ঈশ্বর। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন,
তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে,
কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বাহির
হইয়া আসিয়াছি ; আমি ত আপনা
হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই

আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
৪৩ তোমরা কেন আমার কথা বুঝ না ?
কারণ এই যে, আমার বাক্য শুনিতে
৪৪ পার না। তোমরা আপনাদের
পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের
পিতার অভিলাষ সকল পালন
করাই তোমাদের ইচ্ছা ; সে আদি
হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই,
কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে
যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা
হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী
৪৫ ও তাহার পিতা। কিন্তু আমি সত্য
বলি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বাস
৪৬ কর না। তোমাদের মধ্যে কে
আমাকে পাপী বলিয়া প্রমাণ করিতে
পারে ? যদি আমি সত্য বলি, তবে
তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস কর
৪৭ না ? যে কেহ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের
কথা সকল শুনে ; এই জন্যই
তোমরা শুন না, কারণ তোমরা
৪৮ ঈশ্বরের নহ। যিহূদীরা উত্তর করিয়া
তাঁহাকে কহিল, আমরা কি ভালই
বলি না যে, তুমি একজন শমরীয়
৪৯ ও ভূতগ্রস্ত ? যীশু উত্তর করিলেন,
আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন
পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা
৫০ আমাকে অনাদর ক । কিন্তু আমি
আপনার গৌরব অন্বেষণ করি না ;
এক জন আছেন, যিনি অন্বেষণ
৫১ করেন ও বিচার করেন। সত্য,
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
কেহ যদি আমার বাক্য পালন
করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে না।

না ; যদি আমাকে জানিতে, আমার
২০ পিতাকেও জানিতে। এই সকল
কথা তিনি ধর্ম্মধামে উপদেশ দিবার
সময়ে ভাণ্ডার-গৃহে কহিলেন ; এবং
কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কারণ
তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত হয়
নাই।
২১ পরে তিনি আবার তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি যাইতেছি, আর
তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, ও
তোমাদের পাপে মরিবে ; আমি
যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা
২২ আসিতে পার না। তখন যিহূদীরা
বলিল, এ কি আত্মঘাতী হইবে, তাই
বলিতেছে, আমি যেখানে যাইতেছি,
সেখানে তোমরা আসিতে পার না।
২৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
অধঃস্থানের, আমি উর্দ্ধস্থানের ;
তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের
২৪ নহি। এই জন্য তোমাদিগকে বলি-
লাম যে, তোমরা তোমাদের পাপ-
সমূহে মরিবে ; কেননা যদি বিশ্বাস
না কর যে, আমিই তিনি, তবে
২৫ তোমাদের পাপসমূহে মরিবে। তখন
তাহারা কহিল, তুমি কে ? যীশু
তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাই
ত প্রথম হইতে তোমাদিগকে
২৬ বলিতেছি*। তোমাদের বিষয়ে বলি-
বার ও বিচার করিবার অনেক কথা
আমার আছে ; যাহা হউক, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্য,
এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা
যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগৎকে
২৭ বলিতেছি।—তিনি যে তাহাদিগকে
পিতার বিষয় বলিতেছিলেন, ইহা
২৮ তাহারা বুঝিল না।—তখন যীশু
কহিলেন, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে
উচ্চে উঠাইবে, তখন জানিবে যে,
আমিই তিনি, আর আমি আপন
হইতে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা
আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন,
তদনুসারে এই সকল কথা কহি।
২৯ আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ;
তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন
নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার
সন্তোষজনক কার্য্য করি।
৩০ তিনি এই সকল কথা কহিলে
অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল
৩১ অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে
বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু
কহিলেন, তোমরা যদি আমার
বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে
৩২ সত্যই তোমরা আমার শিষ্য ; আর
তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং
সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন
৩৩ করিবে। তাহারা তাঁহাকে উত্তর
করিল, আমরা অব্রাহামের বংশ,
কখনও কাহারও দাস হই নাই ;
আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন
যে, তোমাদিগকে স্বাধীন করা
৩৪ যাইবে ? যীশু তাহাদিগকে উত্তর
করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, যে কেহ

* (বা) কেনই বা আমি তোমাদের কাছে
একেবারেই কথা বলি ?

বিনতি করিল, মহাশয়, আমরা
২২ যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ফিলিপ
আসিয়া আন্দ্রিয়কে বলিলেন,
আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আসিয়া যীশুকে
২৩ বলিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে
উত্তর করিয়া বলিলেন, সময় উপস্থিত,
যেন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হন।
২৪ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায়
পড়িয়া না মরে, তবে তাহা
একটীমাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে
২৫ তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে। যে
আপন প্রাণ ভাল বাসে, সে তাহা
হারায়; আর যে এই জগতে আপন
প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত
জীবনের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে।
২৬ কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা করে,
তবে সে আমার পশ্চাদ্গামী হউক;
তাহাতে আমি যেখানে থাকি,
আমার পরিচারকও সেইখানে
থাকিবে; কেহ যদি আমার পরি-
চর্য্যা করে, তবে পিতা তাহার সম্মান
২৭ করিবেন। এখন আমার প্রাণ
উদ্বিগ্ন হইয়াছে; ইহাতে কি বলিব?
পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে
রক্ষা কর?* কিন্তু ইহারই নিমিত্ত
আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি।
২৮ পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত
কর। তখন স্বর্গ† হইতে এই বাণী
হইল, 'আমি তাহা মহিমান্বিত
করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত
২৯ করিব।' যে লোকসমূহ দাঁড়াইয়া
শুনিয়াছিল, তাহারা বলিল, মেঘ-
গর্জ্জন হইল; আর কেহ কেহ
বলিল, কোন স্বর্গ-দূত ইহাঁর সহিত
৩০ কথা কহিলেন। যীশু উত্তর করিয়া
কহিলেন, ঐ বাণী আমার জন্য হয়
৩১ নাই, কিন্তু তোমাদেরই জন্য। এখন
এ জগতের বিচার উপস্থিত, এখন
এ জগতের অধিপতি বাহিরে নিক্ষিপ্ত
৩২ হইবে। আর আমি ভূতল হইতে
উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আমার
৩৩ নিকটে আকর্ষণ করিব। তিনি যে
কিরূপ মরণে মরিবেন, তাহা এই
৩৪ বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। তখন
লোকসমূহ তাঁহাকে উত্তর করিল,
আমরা ব্যবস্থা হইতে শুনিয়াছি যে,
খ্রীষ্ট চিরকাল থাকেন; তবে আপনি
কি প্রকারে বলিতেছেন যে, মনুষ্য-
পুত্রকে উচ্চীকৃত হইতে হইবে?
৩৫ সেই মনুষ্যপুত্র কে? তখন যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আর অল্প
কালমাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে
আছে। যাবৎ তোমাদের কাছে
জ্যোতি আছে, যাতায়াত কর, যেন
অন্ধকার তোমাদের উপরে আসিয়া
না পড়ে; আর যে ব্যক্তি অন্ধকারে
যাতায়াত করে, সে কোথায় যায়,
৩৬ তাহা জানে না। যাবৎ তোমা-
দের কাছে জ্যোতি আছে, সেই
জ্যোতিতে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা
জ্যোতির সন্তান হইতে পার।

যীশুতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়।

যীশু এই সকল কথা বলিলেন,

* (বা) কর। † (বা) আকাশ।

আর প্রস্থান করিয়া তাহাদের
৩৭ হইতে লুকাইলেন। কিন্তু যদিও
তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত চিহ্ন-
কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা
৩৮ তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না ; যেন
যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়,
তিনি ত বলিয়াছিলেন,
"হে প্রভু, আমরা যাহা শুনিয়াছি,
তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে ?
আর প্রভুর বাহু কাহার কাছে
প্রকাশিত হইয়াছে ?"
৩৯ এই জন্য তাহারা বিশ্বাস করিতে
পারে নাই, কারণ যিশাইয় আবার
বলিয়াছেন,
৪০ "তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া-
ছেন,
তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছেন,
পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, হৃদয়ে
বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে;
আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ
করি।"*
৪১ যিশাইয় এই সমস্ত বলিয়াছিলেন,
কেননা তিনি তাঁহার মহিমা দেখিয়া-
ছিলেন, আর তাঁহারই বিষয় বলিয়া-
৪২ ছিলেন। তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও
অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল ;
কিন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল
৪৩ না, পাছে সমাজচ্যুত হয় ; কেননা
ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা
তাহারা বরং মনুষ্যদের কাছে গৌরব
অধিক ভাল বাসিত।
৪৪ যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যে
আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমাতে
নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়া-
৪৫ ছেন, তাঁহাতেই বিশ্বাস করে ; এবং
যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁহা-
কেই দর্শন করে, যিনি আমাকে
৪৬ পাঠাইয়াছেন। আমি জ্যোতিঃ-
স্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি,
যেন, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস
করে, সে অন্ধকারে না থাকে।
৪৭ আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া
পালন না করে, আমি তাহার বিচার-
করি না, কারণ আমি জগতের
বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের
৪৮ পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি। যে
আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার
কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচার-
কর্ত্তা আছে ; আমি যে বাক্য বলি-
য়াছি তাহাই শেষ দিনে তাহার
৪৯ বিচার করিবে। কারণ আমি
আপনা হইতে বলি নাই ; কিন্তু কি
কহিব ও কি বলিব, তাহা আমার
পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন,
তিনিই আমাকে আজ্ঞা করিয়া-
৫০ ছেন। আর আমি জানি যে,
তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন। অত-
এব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা
পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন,
তেমনি বলি।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শিষ্যদের প্রতি যীশুর প্রবোধ বাক্য।

যীশু শিষ্যদের পা ধোয়ান।

১৩ নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু, এই

* যিশ ৫৩ ; ১। ৬ ; ৯, ১০।

জগৎ হইতে পিতার কাছে আপনার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত জানিয়া, জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন। ২ আর রাত্রিভোজের সময়ে—দিয়াবল তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার হৃদয়ে স্থাপন করিলে পর— ৩ তিনি জানিলেন, যে, পিতা সমস্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন; ৪ জানিয়া তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন। ৫ পরে তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন, এবং যে গামছা দ্বারা কটি বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা দিয়া মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। ৬ এইরূপে তিনি শিমোন পিতরের নিকটে আসিলেন। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়া দিবেন? ৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি যাহা করিতেছি, তাহা তুমি এক্ষণে জান না, কিন্তু ইহার পরে বুঝিবে। ৮ পিতর তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কখনও আমার পা ধুইয়া দিবেন না। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি তোমাকে ধৌত না করি, তবে আমার সহিত তোমার কোন অংশ নাই। ৯ শিমোন পিতর বলিলেন, প্রভু, কেবল পা নয়, আমার হাত ও মাথাও ধুইয়া দিউন। ১০ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, যে স্নান করিয়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে তাহার প্রয়োজন নাই, সে ত সর্ব্বাঙ্গে শুচি; আর তোমরা শুচি, কিন্তু সকলে নহ। ১১ কেননা যে ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকে তিনি জানিতেন; এই জন্য বলিলেন, তোমরা সকলে শুচি নহ।

১২ যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর আপনার উপরের বস্ত্র পরিয়া পুনর্ব্বার বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কি করিলাম, জান? ১৩ তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই। ১৪ ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিত। ১৫ কেননা আমি তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর। ১৬ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, দাস নিজ প্রভু হইতে বড় নয়, ও প্রেরিত নিজ প্রেরণকর্ত্তা হইতে বড় নয়। ১৭ এ সকল যখন তোমরা জান, ধন্য

তোমরা, যদি এ সকল পালন কর।
১৮ তোমাদের সকলের বিষয়ে আমি বলিতেছি না; আমি কাহাকে কাহাকে মনোনীত করিয়াছি, তাহা আমি জানি; কিন্তু শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হওয়া চাই, "যে আমার রুটী খায়, সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল
১৯ উঠাইয়াছে।"* এখন হইতে, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, যেন, ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিই
২০ তিনি। সত্য সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই, তাহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

বিশ্বাসঘাতককে নির্দ্দেশকরণ।

২১ এই কথা বলিয়া যীশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন, আর সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে।
২২ শিষ্যেরা এক জন অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয়
২৩ বলিলেন। তখন যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে
২৪ হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তখন শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি যাহার বিষয় বলিতেছেন, সে কে?
২৫ তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া থাকাতে যীশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু,
২৬ সে কে? যীশু উত্তর করিলেন, যাহার জন্য আমি রুটীখণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ইষ্করিযোতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে
২৭ দিলেন। আর সেই রুটীখণ্ডের পরেই শয়তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাহা করিতেছ, শীঘ্র
২৮ কর। কিন্তু তিনি কি ভাবে তাহাকে এ কথা কহিলেন, যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাহা বুঝিলেন না;
২৯ যিহূদার কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ কেহ মনে করিলেন, যীশু তাহাকে বলিলেন, পর্ব্বের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক কিনিয়া আন, কিম্বা সে যেন দরিদ্রদিগকে
৩০ কিছু দেয়। রুটীখণ্ড গ্রহণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল; তখন রাত্রিকাল।

যীশুর 'নূতন আজ্ঞা'।

৩১ সে বাহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে
৩২ মহিমান্বিত হইলেন। ঈশ্বর যখন

* গীত ৪১ ; ৯।

তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন, তখন ঈশ্বরও তাঁহাকে আপনাতে মহিমান্বিত করিবেন, আর শীঘ্রই তাঁহাকে ৩৩ মহিমান্বিত করিবেন। বৎসেরা, এখনও অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, আর আমি যেমন যিহূদীদিগকে বলিয়াছিলাম, 'আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা যাইতে পার না,' তদ্রূপ এখন তোমা- ৩৪ দিগকেও বলিতেছি। এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম ৩৫ কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

৩৬ শিমোন পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন? যীশু উত্তর করিলেন, আমি-যেখানে যাইতেছি, সেখানে তুমি এখন আমার পশ্চাৎ যাইতে পার না; কিন্তু পরে যাইতে পারিবে। ৩৭ পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, কি জন্য এখন আপনার পশ্চাৎ যাইতে পারি না? আপনার নিমিত্ত আমি ৩৮ আমার প্রাণ দিব। যীশু উত্তর করিলেন, আমার নিমিত্ত তুমি কি তোমার প্রাণ দিবে? সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যাবৎ তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর, তাবৎ কুকুড়া ডাকিবে না।

যীশুই পথ।

১৪ তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও ২ বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান ৩ প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমা-দিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে ৪ থাক। আর আমি যেখানে যাইতেছি, ৫ তোমরা তাহার পথ জান। থোমা তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা আমরা ৬ জানি না, পথ কিসে জানিব? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে ৭ আইসে না। যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে ৮ জানিতেছ এবং দেখিয়াছ। ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখাউন, তাহাই আমা- ৯ দের যথেষ্ট। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এত দিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে

আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখা-
১০ উন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমা-দিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য
১১ সকল সাধন করেন। আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য্য
১২ প্রযুক্তই বিশ্বাস কর। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার
১৩ নিকটে যাইতেছি; আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন,
১৪ পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন। যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

সত্যের আত্মা শিষ্যদের সহায়।

১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন
১৬ করিবে। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায়* তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমা-
১৭ দের সঙ্গে থাকেন; তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমা-
১৮ দের অন্তরে থাকিবেন। আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসি-
১৯ তেছি। আর অল্প কাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে; কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে।
২০ সেই দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি
২১ তোমাদিগেতে আছি। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ
২২ করিব। তখন যিহূদা—ইষ্করিয়োতীয় নয়—তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, কি হইয়াছে যে, আপনি আমাদেরই কাছে আপনাকে প্রকাশ করিবেন,
২৩ আর জগতের কাছে নয়? যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে

* (বা) পক্ষসমর্থনকারী, উকীল। (গ্রীক) পারাক্লীতস।

সে আমার বাক্য পালন করিবে ; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত ২৪ বাস করিব। যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য সকল পালন করে না। আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

২৫ তোমাদের নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা ২৬ কহিলাম। কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া ২৭ দিবেন। শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি তোমাদিগকে দান করিতেছি ; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ভীতও ২৮ না হউক। তোমরা শুনিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমাদের কাছে আসিতেছি। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, তবে আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ; কারণ পিতা ২৯ আমা অপেক্ষা মহান্। আর এখন, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদিগকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর ৩০ তোমরা বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না ; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার ৩১ কিছুই নাই ; কিন্তু জগৎ যেন জানিতে পায় যে, আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেই রূপ করি। উঠ, আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

যীশু দ্রাক্ষালতা, শিষ্যেরা শাখা।

১৫ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং ২ আমার পিতা কৃষক। আমাতে স্থিত যে কোন শাখায় ফল না ধরে, তাহা তিনি কাটিয়া ফেলিয়া দেন ; এবং যে কোন শাখায় ফল ধরে, তাহা পরিষ্কার করেন, যেন তাহাতে ৩ আরও অধিক ফল ধরে। আমি তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত তোমরা এখন পরিষ্কৃত ৪ আছ। আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি ; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে ৫ তোমরাও পার না। আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা ; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয় ; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা ৬ কিছুই করিতে পার না। কেহ

যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে শাখার ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায় ও সে শুকাইয়া যায় ; এবং লোকে সেগুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর সে সকল পুড়িয়া যায়।

৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য

৮ তাহা করা যাইবে। ইহাতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হও ; আর তোমরা আমার শিষ্য হইবে।

৯ পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেমনি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি ; তোমরা আমার

১০ প্রেমে অবস্থিতি কর। তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি।

১১ এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদিগেতে থাকে, এবং তোমা-

১২ দের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে

১৩ প্রেম করিয়াছি। কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম

১৪ কাহারও নাই। আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা

১৫ আমার বন্ধু। আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা প্রভু কি করেন, দাস তাহা জানে না ; কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করি-

১৬ য়াছি। তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি ; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে ; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

জগৎ ও সত্যের আত্মা।

১৭ এই সকল তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা পরস্পর

১৮ প্রেম কর। জগৎ যদি তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তোমরা ত জান, সে তোমাদের অগ্রে আমাকে দ্বেষ

১৯ করিয়াছে। তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব ভাল বাসিত ; কিন্তু তোমরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ

২০ তোমাদিগকে দ্বেষ করে। আমি

তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই বাক্য স্মরণে রাখিও, 'দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয় ;' লোকে যখন আমাকে তাড়না করিয়াছে, তখন তোমাদিগকেও তাড়না করিবে ; তাহারা যদি আমার বাক্য পালন করিত, তোমাদের বাক্যও পালন করিত। ২১ কিন্তু তাহারা আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এই সমস্ত করিবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা জানে না। ২২ আমি যদি না আসিতাম, ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না ; কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার ২৩ উপায় নাই। যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও দ্বেষ ২৪ করে। যেরূপ কার্য্য আর কেহ কখনও করে নাই, সেইরূপ কার্য্য যদি আমি তাহাদের মধ্যে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না ; কিন্তু এখন তাহারা আমাকে ও আমার পিতাকে, উভয়কেই দেখিয়াছে, এবং দ্বেষ ২৫ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ হইল, যেন তাহাদের ব্যবস্থায় লিখিত এই বাক্য পূর্ণ হয়, "তাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ করি- ২৬ য়াছে"*। যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে ২৭ সাক্ষ্য দিবেন। আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

১৬ এই সকল কথা তোমাদিগকে কহিলাম, যেন তোমরা বিঘ্ন না ২ পাও। লোকে তোমাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবে ; এমন কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ করে, সে মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ ৩ করিলাম। তাহারা এই সকল করিবে, কারণ তাহারা না পিতাকে, না আমাকে জানিতে পারিয়াছে। ৪ কিন্তু, আমি তোমাদিগকে এ সকল কহিলাম, যেন এই সকলের সময় যখন উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা স্মরণ করিতে পার যে, আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিয়াছি। প্রথম হইতে এই সমস্ত তোমাদিগকে বলি নাই, কারণ আমি ৫ তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে এখন যাইতেছি, আর তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, ৬ কোথায় যাইতেছেন ? কিন্তু তোমাদিগকে এই সমস্ত কহিলাম, সেই জন্য তোমাদের হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ

* গীত ৩৫ ; ১৯। ৬৯ ; ৪।

৭ হইয়াছে। তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া ৮ দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী ৯ করিবেন। পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না ; ১০ ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে ১১ পাইতেছ না ; বিচারের সম্বন্ধে, কেননা এ জগতের অধিপতি বিচারিত হইয়াছে।

১২ তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য ১৩ করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও ১৪ তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন ; কেননা যাহ আমার, তাহাই লইয়া ১৫ তোমাদিগকে জানাইবেন। পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার ; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও ১৬ তোমাদিগকে জানাইবেন। অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইতেছ না ; এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে ১৭ পাইবে। ইহাতে শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জন পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, উনি আমাদিগকে এ কি বলিতেছেন, 'অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইতেছ না, এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে,' আর, 'কারণ আমি ১৮ পিতার নিকটে যাইতেছি'। অতএব তাঁহারা কহিলেন, ইনি এ কি বলিতেছেন, 'অল্প কাল'? ইনি কি বলেন, আমরা বুঝিতে পারি ১৯ না। যীশু জানিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছেন ; তাই তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি যে বলিয়াছি, অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইতেছ না, এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে, এই বিষয় কি পরস্পর ২০ জিজ্ঞাসা করিতেছ? সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করিবে ; তোমরা দুঃখার্ত্ত হইবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হইবে। ২১ প্রসবকালে নারী দুঃখ পায়, কারণ

তাহার সময় উপস্থিত, কিন্তু সন্তান প্রসব করিলে পর, জগতে একটী মনুষ্য জন্মিল, এই আনন্দে তাহার ২২ ক্লেশ আর মনে থাকে না। ভাল, তোমরাও এখন দুঃখ পাইতেছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব তাহাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ তোমাদের হইতে ২৩ হরণ করে না। আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা* করিবে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমার কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমরা নামে ২৪ তোমাদিগকে তাহা দিবেন। এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

২৫ আমি উপমা দ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম; এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমাদিগকে আর উপমা দ্বারা বলিব না, কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় ২৬ জানাইব। সেই দিন তোমরা আমার নামেই যাচ্ঞা করিবে, আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমিই তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে ২৭ নিবেদন করিব; কারণ পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন, কেননা তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ, এবং বিশ্বাস করিয়াছ যে, আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির ২৮ হইয়া আসিয়াছি। আমি পিতা হইতে বাহির হইয়াছি, এবং জগতে আসিয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি এবং পিতার নিকটে ২৯ যাইতেছি। তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, দেখুন, এখন আপনি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, কোন উপমা কথা ৩০ বলিতেছেন না। এখন আমরা জানি, আপনি সকলই জানেন, কেহ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, ইহা আপনার আবশ্যক করে না; ইহাতে আমরা বিশ্বাস করিতেছি যে, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে ৩১ বাহির হইয়া আসিয়াছেন। যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, এখন ৩২ বিশ্বাস করিতেছ? দেখ, এমন সময় আসিতেছে বরং আসিয়াছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে, এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে ৩৩ আছেন। এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা।

১৭ যীশু এই সকল কথা কহিলেন; আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিয়া

* (বা) আমার কাছে কোন নিবেদন।

বলিলেন, পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল ; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত ২ করেন ; যেমন তুমি তাঁহাকে মর্ত্ত্য-মাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যেন, তুমি যে সমস্ত তাঁহাকে দিয়াছ, তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন ৩ দেন। আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, ৪ জানিতে পায়। তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে ৫ মহিমান্বিত করিয়াছি। আর এক্ষণে, হে পিতঃ, জগৎ হইবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহিমান্বিত কর।

৬ জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল, এবং তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে। ৭ এখন তাহারা জানিতে পাইয়াছে যে, তুমি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছ, সে সকলই তোমার নিকট ৮ হইতে ; কেননা তুমি আমাকে যে সকল বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি ; আর তাহারা গ্রহণও করিয়াছে, এবং সত্যই জানিয়াছে যে, আমি তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, এবং বিশ্বাস করিয়াছে যে, তুমি ৯ আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। আমি তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি ; জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না, কিন্তু যে সকল আমাকে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত ; ১০ কেননা তাহারা তোমারই। আর আমার সকলই তোমার, ও তোমার সকলই আমার ; আর আমি তাহা-১১ দিগেতে মহিমান্বিত হইয়াছি। আমি আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর—যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ—যেন তাহারা এক হয়, ১২ যেমন আমরা এক। তাহাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি—যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ—আমি তাহাদিগকে সাবধানে রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বিনাশ-সন্তান হইয়াছে, যেন ১৩ শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। কিন্তু এখন আমি তোমার নিকটে আসিতেছি, আর জগতে এই সকল কথা কহিতেছি, যেন তাহারা আমার আনন্দ আপনাদিগতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত ১৪ হয়। আমি তাহাদিগকে তোমার

বাক্য দিয়াছি ; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও ১৫ জগতের নই। আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে* ১৬ রক্ষা কর। তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। ১৭ তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর ; ১৮ তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি। ১৯ আর তাহাদের নিমিত্ত আমি আপনাকে পবিত্র করি, যেন তাহারাও সত্যই পবিত্রীকৃত হয়।

২০ আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, ২১ তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি ; যেন তাহারা সকলে এক হয় ; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে ; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে ২২ প্রেরণ করিয়াছ। আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি ; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা ২৩ এক ; আমি তাহাদিগেতে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয় ; যেন জগৎ জানিতে পায় যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তেমনি তাহাদিগকেও প্রেম ২৪ করিয়াছ। পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম ২৫ করিয়াছিলে। ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি, এবং ইহারা জানিয়াছে যে, তুমিই আমাকে ২৬ প্রেরণ করিয়াছ। আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি, ও জানাইব ; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমি তাহাদিগেতে থাকি।

যীশুর শেষ দুঃখভোগ, মৃত্যু ও সমাধি।

মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার।

১৮ এই সমস্ত বলিয়া যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বাহির হইয়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইলেন ; সেখানে এক উদ্যান ছিল, তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ ২ প্রবেশ করিলেন। আর যিহূদা,

* (বা) তাহাদিগকে মন্দ হইতে।

যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে সেই স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যীশু অনেক বার আপন শিষ্যগণের সঙ্গে সেই স্থানে একত্র হইতেন। ৩ অতএব[১] যিহূদা সৈন্যদলকে, এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের ৪ সহিত সেখানে আসিল। তখন যীশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ ৫ করিতেছ? তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই তিনি। আর যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়াছিল। ৬ তিনি যখন তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই তিনি, তাহারা পিছাইয়া ৭ গেল, ও ভূমিতে পড়িল। পরে তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। ৮ যীশু উত্তর করিলেন, আমি ত তোমাদিগকে বলিলাম যে, আমিই তিনি; অতএব তোমরা যদি আমার অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে ৯ যাইতে দেও—যেন তিনি এই যে কথা বলিয়াছিলেন,* তাহা পূর্ণ হয়, 'তুমি আমাকে যে সকল লোক দিয়াছ, আমি তাহাদের কাহাকেও ১০ হারাই নাই।' তখন শিমোন পিতরের নিকটে খড়্গ থাকাতে তিনি তাহা খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। সেই দাসের ১১ নাম মল্ক। তখন যীশু পিতরকে কহিলেন, খড়্গ কোষে রাখ: আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন তাহাতে আমি কি পান করিব না?

১২ তখন সৈন্যদল, এবং সহস্রপতি ও যিহূদিগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিল, ও তাঁহাকে বন্ধন করিল, ১৩ এবং প্রথমে হাননের কাছে লইয়া গেল; কারণ যে কায়াফা সেই বৎসর মহাযাজক ছিলেন, ঐ হানন ১৪ তাঁহার শ্বশুর। এ সেই কায়াফা, যিনি যিহূদিগণকে এই পরামর্শ দিয়াছিলন, প্রজালোকদের জন্য এক জনের মরণ ভাল।

১৫ আর শিমোন পিতর এবং আর এক জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত ছিলেন, এবং যীশুর সহিত মহাযাজকের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি- ১৬ লেন। কিন্তু পিতর বাহিরে দ্বার-দেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই অন্য শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বার-রক্ষিকাকে বলিয়া পিতরকে ভিতরে লইয়া ১৭ গেলেন। তখন সেই দ্বার-রক্ষিকা

১। মথি ২৬ ; ৪৭-৭৫। মার্ক ১৪ ; ৪৩-৭২। লূক ২২ ; ৪৭-৭১। * যোহন ১৭ ; ১২।

দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি সেই ব্যক্তির শিষ্যদের এক জন? ১৮ তিনি কহিলেন, আমি নই। আর দাসেরা ও পদাতিকেরা কয়লার আগুন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ তখন শীত পড়িয়াছিল, আর তাহারা আগুন পোহাইতে ছিল; এবং পিতরও তাহাদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিলেন।

১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে তাঁহার শিষ্যগণের ও শিক্ষার বিষয়ে ২০ জিজ্ঞাসা করিলেন। যীশু তাঁহাকে উত্তর করিলেন, আমি স্পষ্টরূপে জগতের কাছে কথা কহিয়াছি; আমি সর্ব্বদা সমাজ-গৃহে ও ধর্ম্মধামে শিক্ষা দিয়াছি, যেখানে যিহূদীরা সকলে একত্র হয়; গোপনে কিছু ২১ কহি নাই। আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? যাহারা শুনিয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমি কি বলিয়াছি; দেখ, আমি কি কি ২২ বলিয়াছি, ইহারা জানে। তিনি এই কথা কহিলে পদাতিকদের এক জন, যে নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে যীশুকে চড় মারিয়া কহিল, মহা- ২৩ যাজককে এমন উত্তর দিলি? যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, সেই মন্দের সাক্ষ্য দেও; কিন্তু যদি ভাল বলিয়া থাকি, কি জন্য আমাকে মার? ২৪ পরে হানন বন্ধন অবস্থায় তাঁহাকে কায়াফা মহাযাজকের নিকটে প্রেরণ করিলেন।

২৫ শিমোন পিতর দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিলেন। তখন লোকেরা তাঁহাকে কহিল, তুমিও কি উহার শিষ্যদের এক জন? তিনি অস্বীকার করিলেন, বলিলেন, আমি নই। ২৬ মহাযাজকের এক দাস, পিতর যাহার কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি কি উদ্যানে উহার সঙ্গে তোমাকে ২৭ দেখি নাই? তখন পিতর আবার অস্বীকার করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার।

২৮ পরে[১] লোকেরা যীশুকে কায়াফার নিকট হইতে রাজবাটীতে লইয়া গেল; তখন প্রত্যূষকাল; আর তাহারা যে অশুচি না হয়, কিন্তু নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে পারে, এই জন্য আপনারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিল না। ২৯ অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের কাছে গেলেন ও বলিলেন, তোমরা এ ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ ৩০ করিতেছ? তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, এ যদি দুষ্কর্ম্মকারী না হইত, আমরা আপনার হস্তে ৩১ ইহাকে সমর্পণ করিতাম না। তখন পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাকে লইয়া যাও, এবং আপনাদের ব্যবস্থামতে উহার বিচার কর। যিহূদিগণ তাঁহাকে

১। মথি ২৭ অঃ। মার্ক ১৫ অঃ। লূক ২৩ অঃ।

কহিল, কোন ব্যক্তিকে বধ করিতে ৩২ আমাদের অধিকার নাই—যেন যীশুর সেই বাক্য পূর্ণ হয়, যাহা বলিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কি প্রকার মৃত্যু হইবে।*

৩৩ তখন পীলাত আবার রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন, এবং যীশুকে ডাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমিই ৩৪ কি যিহূদীদের রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, তুমি কি ইহা আপনা হইতে বলিতেছ? না অন্যেরা আমার বিষয়ে তোমাকে ইহা বলিয়া ৩৫ দিয়াছে? পীলাত উত্তর করিলেন, আমি কি যিহূদী? তোমারই স্বজাতীয়েরা ও প্রধান যাজকেরা আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে; তুমি কি করিয়াছ? ৩৬ যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখান- ৩৭ কার নয়। তখন পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, তবে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলি- তেছ যে আমি রাজা। আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেহ সত্যের, ৩৮ সে আমার রব শুনে। পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, সত্য কি?

* যোহন ১২ ; ৩২, ৩৩।

ইহা বলিয়া তিনি আবার বাহিরে যিহূদীদের কাছে গেলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ত ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না। ৩৯ কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা কর যে, আমি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিব? ৪০ তাহারা আবার চেঁচাইয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে। সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।

১৯ তখন পীলাত যীশুকে লইয়া ২ কোড়া প্রহার করাইলেন। আর সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, এবং তাঁহাকে ৩ বেগুনিয়া কাপড় পরাইল; আর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল, যিহূদি-রাজ, নমস্কার; এবং তাঁহাকে চড় মারিতে লাগিল। ৪ তখন পীলাত আবার বাহিরে গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমি ইহার ৫ কোনই দোষ পাইতেছি না। যীশু সেই কাঁটার মুকুট ও বেগুনিয়া কাপড় পরিয়াই বাহিরে আসি- লেন; আর পীলাত লোকদিগকে ৬ কহিলেন, দেখ, সেই মানুষ। তখন যীশুকে দেখিয়াই প্রধান যাজকেরা

ও পদাতিকেরা চেচাঁইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপনারা ইহাকে লইয়া ক্রুশে দেও; কেননা আমি ইহার কোন দোষ পাইতেছি না।
৭ যিহূদীরা তাঁহাকে উত্তর করিল, আমাদের এক ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ সে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র করিয়া তুলিয়াছে।
৮ পীলাত যখন এই কথা শুনিলেন, ৯ তিনি আরও ভীত হইলেন; এবং আবার রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন ও যীশুকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন ১০ না। অতএব পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না? তুমি কি জান না যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা আমার আছে, এবং তোমাকে ক্রুশে দিবারও ক্ষমতা আমার আছে?
১১ যীশু উত্তর করিলেন, যদি ঊর্দ্ধ হইতে তোমাকে দত্ত না হইত, তবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্ষমতা থাকিত না; এই জন্য যে ব্যক্তি তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে তাহারই পাপ অধিক।
১২ এই হেতু পীলাত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিহূদীরা চেঁচাইয়া বলিল, আপনি যদি উহাকে ছাড়িয়া দেন তবে আপনি কৈসরের মিত্র নহেন; যে কেহ আপনাকে রাজা করিয়া তুলে, সে কৈসরের বিপক্ষে কথা কহে।
১৩ এই কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনিলেন, এবং শিলাস্তরণ নামক স্থানে বিচারাসনে বসিলেন; সেই স্থানের ইব্রীয় নাম গব্বথা।
১৪ সেই দিন নিস্তার-পর্ব্বের আয়োজন দিন; বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা। পীলাত যিহূদিগণকে বলিলেন, দেখ, ১৫ তোমাদের রাজা। তাহাতে তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, দূর কর, দূর কর, উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রাজাকে কি ক্রুশে দিব? প্রধান যাজকেরা উত্তর করিল, কৈসর ছাড়া আমাদের অন্য রাজা নাই।
১৬ তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়।

যীশুর ক্রুশারোপণ ও মৃত্যু।

১৭ তখন তাহারা যীশুকে লইল; এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন। ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গল্‌- ১৮ গথা বলে। তথায় তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল, এবং তাঁহার সহিত আর দুই জনকে দিল, দুই পার্শ্বে দুই জনকে, ও মধ্যস্থানে যীশুকে।
১৯ আর পীলাত একখান দোষপত্র

লিখিয়া ক্রুশের উপরিভাগে লাগাইয়া দিলেন। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল,

'নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।'

২০ তখন যিহূদীরা অনেকে সেই দোষপত্র পাঠ করিল, কারণ যেখানে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থান নগরের সন্নিকট, এবং উহা ইব্রীয়, রোমীয় ও গ্রীক ভাষায় ২১ লিখিত ছিল। অতএব যিহূদীদের প্রধান যাজকেরা পীলাতকে কহিল, 'যিহূদীদের রাজা', এমন কথা লিখিবেন না, কিন্তু লিখুন যে, 'এ ব্যক্তি বলিল, আমি যিহূদীদের রাজা'। ২২ পীলাত উত্তর করিলেন, যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।

২৩ যীশুকে ক্রুশে দিবার পরে সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল, এবং আঙ্‌রাখাটীও লইল; ঐ আঙ্‌রাখায় সেলাই ছিল না, উপর হইতে ২৪ সমস্তই বোনা। অতএব তাহারা পরস্পর বলিল, ইহা চিরিব না, আইস, আমরা গুলিবাঁট করিয়া দেখি, ইহা কাহার হইবে; যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

"তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করিল,
আর আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করিল।"*

বাস্তবিক সেনারা তাহাই করিল। ২৫ আর যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা, ও তাঁহার মাতার ভগিনী, ক্লোপার [স্ত্রী] মরিয়ম, এবং মগ্দলিনী মরিয়ম, ইহাঁরা দাঁড়াইয়া- ২৬ ছিলেন। যীশু মাতাকে দেখিয়া, এবং যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, মাতাকে কহিলেন, হে ২৭ নারি, ঐ দেখ, তোমার পুত্র। পরে তিনি সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ, তোমার মাতা। তাহাতে সেই দণ্ড অবধি ঐ শিষ্য তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

২৮ ইহার পরে যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হইল, জানিয়া শাস্ত্রের বচন যেন সিদ্ধ হয়, এই জন্য কহিলেন, ২৯ 'আমার পিপাসা পাইয়াছে'।† সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটী পাত্র ছিল; তাহাতে লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটা স্পঞ্জ এসোব নলে লাগাইয়া তাঁহার মুখের নিকটে ৩০ ধরিল। সিরকা গ্রহণ করিবার পর যীশু কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল'; পরে মস্তক নত করিয়া আত্মা সমর্পণ করিলেন।

৩১ সেই দিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে সেই দেহগুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে—কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল—এই নিমিত্ত যিহূদিগণ পীলাতের নিকটে নিবেদন করিল, যেন তাহাদের পা

* গীত ২২ ; ১৮।

† গীত ৬৯ ; ২১।

ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে ৩২ লইয়া যাওয়া হয়। অতএব সেনারা আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির, এবং তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ৩৩ ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল ; কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন ৩৪ তাঁহার পা ভাঙ্গিল না। কিন্তু এক জন সেনা বড়শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল ; তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল। ৩৫ যে ব্যক্তি দেখিয়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ ; আর সে জানে যে, সে সত্য কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস ৩৬ কর। কারণ এই সকল ঘটিল, যেন এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়, "তাঁহার একখানি অস্থিও ভগ্ন ৩৭ হইবে না।"* আবার শাস্ত্রের আর একটী বচন এই, "তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।"†

যীশুর সমাধি।

৩৮ ইহার পরে অরিমাথিয়ার যোষেফ—যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন, কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে গুপ্ত ভাবেই ছিলেন—তিনি পীলাতকে নিবেদন করিলেন, যেন তিনি যীশুর দেহ লইয়া যাইতে পারেন ; পীলাত অনুমতি দিলেন, তাহাতে তিনি আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া ৩৯ গেলেন। আর যিনি প্রথমে রাত্রিকালে তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন, সেই নীকদীমও আসিলেন, গন্ধরসে মিশ্রিত অনুমান পঞ্চাশ সের অগুরু লইয়া আসিলেন। ৪০ তখন তাঁহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহূদীদের কবর দিবার রীতি অনুযায়ী ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মসীনার কাপড় দিয়া বাঁধিলেন। ৪১ আর যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নূতন কবর ছিল, যাহার মধ্যে কাহাকেও কখনও রাখা হয় ৪২ নাই। অতএব ঐ দিন যিহূদীদের আয়োজন-দিন বলিয়া, তাঁহারা সেই কবর মধ্যে যীশুকে রাখিলেন, কেননা সেই কবর নিকটেই ছিল।

যীশুর পুনরুত্থান ও শিষ্যদিগকে বার বার দর্শন দান।[১]

যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দেন।

২০ সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন, কবর হইতে পাথর- ২ খান সরান হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়িয়া শিমোন পিতরের নিকটে, এবং যীশু যাঁহাকে ভাল বাসিতেন, সেই অন্য শিষ্যের নিকটে আসিলেন, আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, লোকে

* যাত্রা ১২ : ৪৬। গীত ৩৪ ; ২০।
† সখ ১২ ; ১০। প্রকা ১ ; ৭।

১। মথি ২৮ অঃ। মার্ক ১৬ অঃ। লূক ২৪ অঃ।

প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে ; তাঁহাকে কোথায় রাখি-৩ য়াছে, আমরা জানি না। অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির হইয়া কবরের নিকটে যাইতে ৪ লাগিলেন। তাঁহারা দুই জন এক-সঙ্গে দৌড়িলেন, আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন ; ৫ এবং হেঁট হইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ ৬ করিলেন না। শিমোন পিতরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন, আর তিনি কবরে প্রবেশ করিলেন ; এবং দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া ৭ রহিয়াছে, আর যে রুমালখানি তাঁহার মস্তকের উপরে ছিল, তাহা সেই কাপড়ের সহিত নাই, স্বতন্ত্র এক স্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। ৮ পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের নিকটে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন ও বিশ্বাস করি-৯ লেন। কারণ এ পর্য্যন্ত তাঁহারা শাস্ত্রের এই কথা বুঝেন নাই যে, মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে ১০ উঠিতে হইবে। পরে ঐ দুই শিষ্য আবার স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

১১ কিন্তু মরিয়ম রোদন করিতে করিতে বাহিরে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন ; এবং রোদন করিতে করিতে হেঁট হইয়া কবরের ১২ ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন ; আর দেখিলেন, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই জন স্বর্গ-দূত যীশুর দেহ যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, এক জন তাহার শিয়রে, অন্য জন পায়ের দিকে ১৩ বসিয়া আছেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ কেন? তিনি তাঁহাদিগকে বলি-লেন, লোকে আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে ; কোথায় রাখিয়াছে, ১৪ জানি না। ইহা বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, ১৫ তিনি যীশু। যীশু তাঁহাকে বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ? তিনি তাঁহাকে বাগানের মালি মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, আমায় বলুন, কোথায় রাখিয়াছেন ; আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব। ১৬ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, মরিয়ম। তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে কহিলেন, রব্বূণি! ইহার অর্থ, হে ১৭ গুরু। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্দ্ধে পিতার নিকটে যাই নাই ; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমা-দের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও

তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে ১৮ আমি ঊর্দ্ধে যাই। তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই এই কথা বলিয়াছেন।

যীশু শিষ্যসমূহকে দুই বার দর্শন দেন।

১৯ সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহূদিগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল ; এমন সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক ; ২০ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপনার দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। অতএব প্রভুকে দেখিতে পাইয়া শিষ্যেরা আনন্দিত ২১ হইলেন। তখন যীশু আবার তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক ; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও ২২ তোমাদিগকে পাঠাই। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র ২৩ আত্মা গ্রহণ কর ; তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মোচিত হইল ; যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল।

২৪ যীশু যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা, সেই বারো জনের এক জন, যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, তিনি তাঁহাদের ২৫ সঙ্গে ছিলেন না। অতএব অন্য শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি, ও সেই প্রেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং তাঁহার কুক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।

২৬ আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, এবং থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যীশু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি ২৭ হউক। পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এ দিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও ; এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী ২৮ হও। থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর ২৯ আমার! যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।

৩০ যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন ; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় ৩১ নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে

জীবন প্রাপ্ত হও।

যীশু সমুদ্র-তীরে কয়েক জন শিষ্যকে দর্শন দেন।

২১ তৎপরে যীশু তিবিরিয়া-সমুদ্রের তীরে আবার শিষ্যদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিলেন ; আর তিনি এইরূপে আপনাকে প্রকাশ ২ করিলেন। শিমোন পিতর, থোমা, যাঁহাকে দিদুমঃ বলে, গালীলের কান্নানিবাসী নথনেল, সিবদিয়ের দুই পুত্র, এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আর দুই জন, ইহাঁরা একত্র ছিলেন। ৩ শিমোন পিতর তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি মাছ ধরিতে যাই। তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। তাঁহারা বাহির হইয়া গিয়া নৌকায় উঠিলেন, আর সেই রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিলেন ৪ না। পরে প্রভাত হইয়া আসিতেছে, এমন সময় যীশু তীরে দাঁড়াইলেন, তথাপি শিষ্যেরা চিনিতে ৫ পারিলেন না যে, তিনি যীশু। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসেরা, তোমাদের নিকটে কিছু খাবার আছে? তাঁহারা উত্তর করিলেন, ৬ না। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেল, পাইবে। অতএব তাঁহারা জাল ফেলিলেন, এবং এত মাছ পড়িল যে, তাঁহারা আর তাহা টানিয়া তুলিতে পারিলেন না। ৭ অতএব, যীশু যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন, উনি প্রভু। তাহাতে 'উনি প্রভু' এই কথা শুনিয়া শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন, কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন, এবং সমুদ্রে ৮ ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু অন্য শিষ্যেরা মাছে পূর্ণ জাল টানিতে টানিতে ছোট নৌকাতে করিয়া আসিলেন ; কেননা তাঁহারা স্থল হইতে দূরে ছিলেন না, অনুমান দুই ৯ শত হস্ত অন্তর ছিলেন। স্থলে উঠিয়া তাঁহারা দেখেন, কয়লার আগুন রহিয়াছে, ও তাহার উপরে ১০ মাছ আর রুটী রহিয়াছে। যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, যে মাছ এখন ধরিলে, তাহার কিছু আন। ১১ শিমোন পিতর উঠিয়া জাল স্থলে টানিয়া তুলিলেন, তাহা এক শত তিপ্পান্নটা বড় মাছে পূর্ণ ছিল, আর এত মাছেও জাল ছিঁড়িল না। ১২ যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আইস, আহার কর। তখন শিষ্যদের কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কে?' তাঁহারা জানিতেন যে, তিনি ১৩ প্রভু। যীশু আসিয়া ঐ রুটী লইয়া তাঁহাদিগকে দিলেন, আর সেইরূপে ১৪ মাছও দিলেন। মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিলে পর যীশু এখন এই তৃতীয় বার আপন শিষ্যদিগকে দর্শন দিলেন।

যীশু পিতরকে আদেশ দেন।

১৫ তাঁহারা আহার করিলে পর যীশু শিমোন পিতরকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র শিমোন, ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক

প্রেম কর ? তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভু ; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষ-
১৬ শাবকগণকে চরাও। পরে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁহাকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর ? তিনি কহি-লেন, হাঁ, প্রভু ; আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষ-
১৭ গণকে পালন কর। তিনি তৃতীয় বার তাঁহাকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে ভাল বাস ? পিতর দুঃখিত হইলেন যে, তিনি তৃতীয় বার তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কি আমাকে ভাল বাস ?' আর তিনি তাঁহাকে কহি-লেন, প্রভু, আপনি সকলই জানেন ; আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি আপনাকে ভাল বাসি। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষ-
১৮ গণকে চরাও। সত্য, সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, যখন তুমি যুবা ছিলে, তখন আপনি আপনার কটি বন্ধন করিতে এবং যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে ; কিন্তু যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন তোমার হস্ত বিস্তার করিবে, এবং আর এক জন তোমার কটি বন্ধন করিয়া দিবে, ও যেখানে যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই, সেইখানে
১৯ তোমাকে লইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া যীশু নির্দ্দেশ করিলেন যে, পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করিবেন। এই কথা বলি-বার পর তিনি তাঁহাকে বলিলেন,
২০ আমার পশ্চাৎ আইস। পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই শিষ্য পশ্চাৎ আসিতেছেন, যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন এবং যিনি রাত্রিভোজের সময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলের দিকে হেলিয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু, কে আপনাকে শত্রুহস্তে
২১ সমর্পণ করিবে ? তাঁহাকে দেখিয়া পিতর যীশুকে বলিলেন, প্রভু,
২২ ইহার কি হইবে ? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি ? তুমি আমার পশ্চাৎ আইস।
২৩ অতএব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথা রটিয়া গেল যে, সেই শিষ্য মরিবেন না ; কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলেন নাই যে, তিনি মরিবেন না ; কেবল বলিয়াছিলেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি ?

২৪ সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সকল লিখিয়াছেন ; আর আমরা জানি,
২৫ তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। যীশু আরও অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন ; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।